ঢাকাইয়া রসিকতা

এফ. করিম

Scanned By: Sisir Suvro

উৎসর্গ

স্নেহাস্পদেষু

জেসমীন রহমান (রিনি)
আসিফ রেজা করিম (টুটুন)
নাবিহা করিম (মুনা)
ইবানা করিম (মিতু)
জুমানা করিম (নিতু)
শামীমা আফরোজ রহমান (জেমা)
ওয়াহেদুল করিম (লিয়ন)
তানভির করিম (মার্সেল)
ইমরান শহীদ
আরিফ শহীদ রহমান
এঞ্জেলীনা করিম (মিক্রা)

Scanned By: Sisir Suvro

Scanned By: Sisir Suvro

প্রথম সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৯৯৯

লেখক

এফ করিম

৫৪/২ শাহ্‌আলীবাগ

মিরপুর – ১, ঢাকা।

ফোন ঃ ৩৮৩৮৮৮

প্রকাশক

মিসেস হালিমা হায়দার

মার্ক প্রিন্টার্স

১৫৭ নং শান্তিনগর, ঢাকা।

ফোন ঃ ৪১৩৩১৪, ৪০১৬৩৬

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জায়

শাহ্‌ আলম

মুদ্রণে ঃ মার্ক প্রিন্টার্স

১৫৭ নং শান্তিনগর, ঢাকা।

ফোন ঃ ৪১৩৩১৪, ৪০১৬৩৬

মূল্য ঃ ৪৫ টাকা মাত্র

Scanned By: Sisir Suvro

লেখক জনাব এফ, করিম সাহেব অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি মেজিস্ট্রেট, আমার পিতার বন্ধু বিধায় বেশ কিছুকাল থেকেই আমি তাকে জানি। নিঃসন্দেহে তিনি একজন গুণীব্যক্তি, তার বহুমুখী প্রতিভার কথা বিভিন্ন অঙ্গনে যথা, খেলাধূলা, শিল্পকলা, প্রকৃতি পরিবেশ ও তার সংরক্ষণ ইত্যাদি আমরা সকলেই জানি, মোট কথা এমন একটা দিক নাই যা তার ৭৫ বৎসর জীবনের আওতায় আসেনি এবং তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশের উপরে একটি শিক্ষামূলক ত্রৈমাসিক প্রচারপত্র "Bulletin" নামে মূলতঃ একহাতে প্রকাশ করে আসছেন, বর্তমানে তা আমাদের প্রেস থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশনার পথে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে। কিন্তু তিনি যে কৌতুক প্রিয়, এদিকেও যে তার প্রতিভা ছড়িয়ে আছে তা আমার জানা ছিল না। তিনি যখন আমাকে এ বইটির পাণ্ডুলিপি দিলেন তখন আমি সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। পড়ে দেখি এই কৌতুক বইটি ছাপা হলে ঢাকাইয়া কৌতুকের রত্ন বিশেষ, যা হারিয়ে গেছে তা সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। এই বইয়ের কৌতুকগুলি এক সময়ে বহুল প্রচলিত ছিল এবং বহিরাগতদের প্রচুর আনন্দ দিত।

কৌতুকের মধ্যে কিছু কিছু সত্যি ঘটনারও মিশ্রণ আছে যার মধ্যে কিছু লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার সামনেও ঘটেছে।

আমার বিশ্বাস এই কৌতুকের বইখানি সমাদৃত হবে এবং একটি রসভাণ্ডার হিসাবে বিরাজ করবে।

হালিমা হায়দার
প্রকাশক

Scanned By: Sisir Suvro

সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

এককালে মোগল আমলের প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা নগরী কিংবদন্তীর সহর বলে পরিচিত ছিল। এর উত্থান পতনের ইতিহাস, বলতে গেল, এই সল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

ঢাকা নগরের আদি অধিবাসী অর্থাৎ যারা পুরুষানুক্রমে ঢাকা শহরে বসবাস করে এসেছে তাদের একটা বিরাট অংশ বিশেষ করে মুসলমান, "কুট্টি" বলে পরিচিত ছিল। এই কুট্টি নামের উদ্ভব কেন এবং কি কারণে তা সঠিক করে বলা শক্ত, তবে সাধরণ যুক্তি হল যে এদের মুল পেশা ছিল কুঠি তৈরী, অর্থাৎ রাজ ওস্তাগারের কাজ, থেকেই ঐ কুট্টি নামের উদ্ভব হয়েছে। এরা অন্যান্য কাজেও নিয়োজিত ছিল এবং তার মধ্যে একটি বড় পেশা হচ্ছে ঘোড়ার গাড়ী চালক এবং কসাইয়ের কাজ ও গোস্ত বিক্রি করা।

বড় প্রাণবন্ত ও সাহসী লোক ছিল এরা। আমার জানামতে বহু প্রতিকূলতা ও বিপদ থেকে তথাকথিত বহিরাগত ভদ্র মুসলমানদেরকে এই কুট্টিরাই রক্ষা করেছে এবং সেই জন্য তাদেরকে অনেক মূল্যও দিতে হয়েছে। এরা সাধারণত গরীব কিন্তু এদের মনটা ছিল বড় এবং উদার।

সেই প্রাচীন ঢাকা নগরীর এককালে যে প্রাচুর্য, যে রূপ, রস ও গন্ধ তার সবই আজকের এই তথাকথিত সভ্যতার আবর্তে এবং নব্য ঢাকার কোলাহলে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেছে। যে সৌর্য বীর্য ছিল তাও সময়ের চাঁকার নিষ্পেষণে থেত্‌লে গেছে।

একটা প্রবাদ বাক্য আছে— 'সময়ে করেছে বৃদ্ধকাল, হরিণে চাটে বাঘের গাল।'

এটা ওদেরই কথা এবং ওদের কথায়— "ছময়ে করছে বুইড়া কাল, এহন হালায় অরিণে (হরিণে) চাটে বাগের (বাঘের) গাল।" সত্যিকার অর্থে হয়েছেও তাই। তাদের সেই প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত কথা একদিন বহিরাগত সবাইকে দিত অফুরন্ত আনন্দ। আজ তাদের সেই ঘোড়ার গাড়ীও নেই এবং গাড়ওয়ানও নেই, নেই ঘোড়ার আস্তাবলের সেই কোলাহল।

Scanned By: Sisir Suvro

আজ তারা প্রায় সবাই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, ব্যবসা করে অনেকেই বেশ ধনী বনে গেছে। এও সুখের কথা — আল্লাহ তাদের সহায় হোন। এবং তারা আজ মিশে গেছে বিশাল বহিরাগত জনগুষ্ঠির মধ্যে।

পুরান ঢাকার সীমানা ছিল উত্তরে আজকের বঙ্গভবনের দক্ষিণ এবং দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী। সেই সীমানা ছাড়িয়ে ঢাকা সহর আজ চলে গেছে আরও প্রায় ১০ মাইল উত্তরে।

সে যাই হোকে, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি লেখকও নই, তবু লিখতে বসেছি তার একমাত্র উদ্দেশ্য যে পুরাণ দিনের সেই রস ও রসিকতা যদি কিছুটা লিপিবদ্ধ করে ধরে রাখতে পারি, তাহলে অন্তত সেই হারিয়ে যাওয়া হাসির খোরাক কিছুটা থেকে যাবে আমাদের প্রজন্মের জন্য।

ওদের সেই প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত কথা গুলির অনেকটাই ভুলে বসে আছি। তবুও যতটা মনে আছে তা লিপিবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করব, যদিও ঐ বিশাল রস-ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করা আমার একার পক্ষে দুরূহ কাজ। আমার বাল্য বন্ধু যাদের কাছে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই চীরদিনের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন (প্রয়াত) আর ২/৪ জন যা বেঁচে আছেন তাদের সঙ্গেও হারিয়ে গেছে আমার যোগসূত্র।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যারা উৎসাহ দিয়েছেন তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আর যারা এর প্রকাশনায় ভার নিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের কাছে আরও বেশী করে কৃতজ্ঞ।

এফ, করিম।

Scanned By: Sisir Suvro

নিবেদন

১। প্রথম দিবেদন আমাকে নিয়েই। পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে, তখন ঘোড়ার গাড়ী অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সেই ঘোড়ার গাড়ীওয়ালারা অনেকেই তখন রিক্সা চালাতে আরম্ভ করেছে। আমার এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখান থেকে যাব আমার আর এক বন্ধুর বাড়ীতে আরমানিটোলা, তাই একটা রিকসা ভাড়া করলাম। রিকসা ঢোকল নাজিমুদ্দিন রোড। তখন রিক্সাওয়ালা বলছে আমাকে--'বুঝছেন ছাব এইটা অইল গিয়া আমাগো নাজিমুদ্দিন রোড।" তখন আমি বল্লাম "নাজিমুদ্দিন রোড, সেত আমিও জানি, তাতে হয়েছে কি?" তখন রিক্সা ওয়ালা বলে—"না ছাব, কইবার চাইছিলাম যে, যার নামে রাস্তা হেই হালায়ত করাচীর বাদ্‌ছা অইয়া বইছে, মগার অর (তার) রাস্তা দিয়া যহন (যখন) যাই তহন (তখন) মনে হয় যে বুড়িগঙ্গায় ঢেউ খেলি।"

রাস্তাটার অবস্থা সত্যি খুব খারপ ছিল। কিন্তু এই যে বুড়িগঙ্গা নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে তার তুলনা, অপূর্ব। বহুজনার কাছে রসিকতা করে ওদের ভাষায়ই বলেছি এবং আজও সেকথা ভুলিনি।

Scanned By: Sisir Suvro

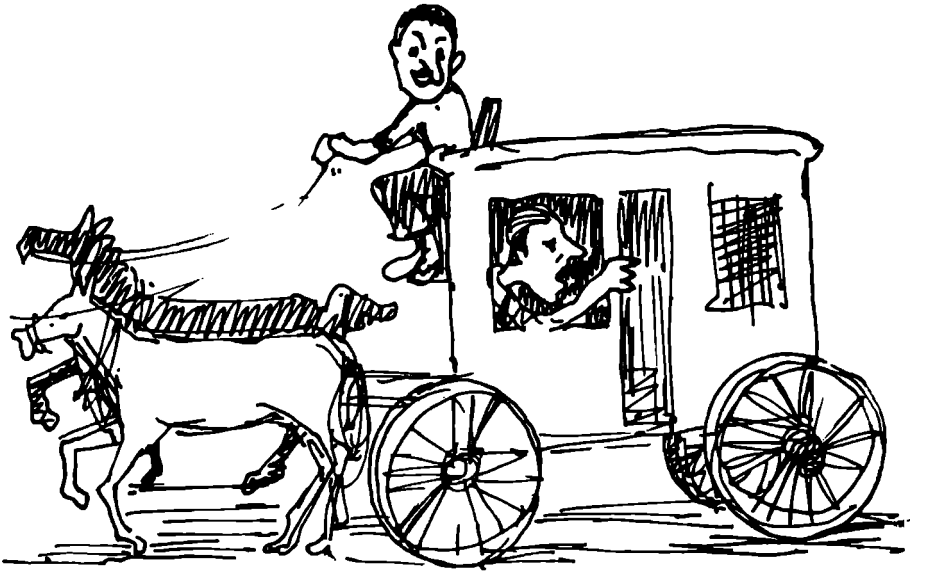

২। একদিন এক ভদ্রলোক ঘোড়ার গাড়ী চড়ে সদর ঘাট থেকে নবাবপুর যাবে। গাড়ী রায়সাহেব বাজার এসেছে এমন সময় ভদ্রলোকের মনে হল রাস্তার অন্য ধারে যেন এক ভদ্রলোক দাড়িয়ে আছে তার চেনা। তাই গাড়ীওয়ালাকে বলে গাড়ী থামিয়ে গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বেড় করে দেখছিল চেনে কিনা। এই অবস্থায় ভদ্রলোকের মুখটা একটু হা হয়ে ছিল। এই অবস্থা দেখে গাড়ীওয়ালা বলছে— "অছাব মুখ আক্কইরা (হাকরে) কি দেখবার লাগাইছেন? মাইছেনা (মানুষ) আবার ভুল কইরা ডাকবাক্স মনে কইরা মুখের মধ্যে চিঠি ফালায়া দিয়া যায়?"

ভদ্রলোক ঃ "যাও, যাও বাজে কথা বলতে হবে না, গাড়ী ছার।" লোকটি তার পরিচিত নয়।

গাড়ীওয়ালা ঃ "হ ছাব যামু না ত কি হালার বইয়া (বসে) থাকমু নি? আপনেভি হালায় খাইবেন কাল কইরা-খামখাই আমার ছময় (সময়) নষ্ট করলেন। যা মামদার পো ঘোড়া, চল।"

Scanned By: Sisir Suvro

৩। ভদ্রলোক যাবেন চক বাজারে তাই এক ঘোড়ার গাড়ীওয়াকে বলছে ঃ-

ভদ্রলোক ঃ এ ভাই যাবে চকবাজার?

গাড়ীওয়ালা ঃ যামুনা কেল্লাইগা? আমার ত হালার কামই এইডা। কত

ভদ্রলোক ঃ তুমি বল ভাই।

গাড়ী ওয়ালা ঃ দিয়েন হালায় এউগা (এক) টেকা।

ভদ্রলোক ঃ একি বলছ ভাই? ভাড়াত চার আনার বেশী হয় না। ঠিক আছে আমি তোমাকে ছয় আনাই দেব। যাবে?

গাড়ীওয়লা ঃ বারে বারে বাই বাই (ভাই) কইবার লাগাইছেন যহন (যখন), চলেন যাই।

এরপরে গাড়ী মৌলবী বাজার পর্যন্ত যেয়ে থেমে যায়। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন কি হল গাড়ী থামালে কেন?

গাড়ীওয়ালা ঃ হালার ঘোড়াত আর যাইবার চায় না।

হাট হাট বাবুর গোস্যা হইয়া যাইব। চল্ হালা চল্।

না সাব্ ঐ দেহেন যাইবারই চায় না।

—চিহি বিহি করতাছে। মতলব যামুনা।

ভদ্রলোক ঃ এখন কি হবে?

গাড়ীওয়ালা ঃ ঘোড়া হালাভি ছয়তান (শয়তান) আছে বুইজা (বুঝে) হালাইছে আপনে ভাড়া কম দিছেন এল্লেগাই হালায় যাইবার চায় না। কি করমু হালায় অবলা জানোয়ার, চাবুক মাইয়া এককাম করেন বাবু আর ভি ছয় আনা দিয়া দেন; কাম অইয়া (হয়ে) যাইব।

অগত্যা ভদ্রলোককে তাই দিতে রাজী হতে হল এবং গাড়ীও চলতে লাগল।

গাড়ীওয়ালা ঃ আমি কইছিলাম না —হালা ছয়তান (সয়তান) আছে। পয়ছায় কতা হুইন্নাই এহন হালার লেজ উচাইয়া কেমন দৌরান লাগাইছে। সাব্বাস বেটা 'চল চলরে নওজোয়ান' বলে গান ধরে।

Scanned By: Sisir Suvro

দেয়। তখন আমি বল্লাম— "আরে মিয়া আমার সামনে এই বেইমানিটা করলা?"

কসাই —"ছাব বেইমানি করি নাই। আপনে দেখছেন কোনদিন আপনের লগে বেইমানি করতে? ইমানে হুজুর আমি হেরে (তাকে) আছলে ঠকাই নাই। ভালা, কন্ দেহি হালায় যার দোকানে যাইব চার আনার গোছ চার আনাই নিতে অইব, সারে চার আনার গোছ চার আনায় পাইব না। তে কেল্লাইগা এই বিহানবেলা (ভোর বেলা) আমারে ঠকাইব?' আমি হেরে (তাকে) ঠকাইনাই, মগার হেও (সেও) আমারে ঠকাইবার পারে নাই— এডাই মোদ্দা কতা।

৮। একদিন এক কসাই তার ছোট ছেলেকে সাথে নিয়ে কয়েকটা খাসি, ছাগল ও পাঠাসহ যাচ্ছিল। তখন এক হিন্দু ভদ্রলোক ডাকছে ; 'এই পাঠা এই পাঠা' সাধারণত আমরা জিনিষের নাম ধরেই বিক্রেতাকে ডাকি কিন্তু কসাই থামছে না চলে যাচ্ছে, তখন ভদ্রলোক আরও জোরে ডাক্‌ছে, 'এই পাঠা, এই পাঠা শুনতে পাও না?'

তখন সে কসাই থেমেছে। পাঠা, পাঠা বলে ডাকার জন্য খুব রাগ। সে তখন তার ছেলের জিম্মায় সব খাসী ও পাঠা রেখে একটা পাঠার কান ধরে টানতে টানতে সেই হিন্দু ভদ্রলোকের সামনে নিয়ে এসে, পাঠার গালে খুব জোরে এক থাপ্পর মারে, আর বলতে থাকে' হালারপো হালা কানে হুনবার (শুনতে)

Scanned By: Sisir Suvro

পাওনা, তোমার বাপে (বাবা) যে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া ডাকবার লাগাইছে?' এই কাণ্ড দেখে ও কসাইর কথা শুনে আশে পাশের লোকত হেসেই খুন। ভদ্রলোকের আর পাঠা কেনা হল না। মুখ নিচু করে ভেতরে চলে গেল।

৯। সেই সময়ে ট্রাফিক সিগনালের ব্যবস্থা ছিল না। পুলিশ হাতে সিগনাল দিত। একজন ঢাকাই রিক্সা ওয়ালা খুব তাড়াতারি রিক্সা চালিয়ে যাবে তার অসুস্থ মেয়ের ঔষধ কিনতে কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরে রাস্তার মোড়— চৌমাথা। ট্রাফিক পুলিশ ত্রিভঙ্গ মুরারী ভংগিতে হাত দেখিয়ে ঐ রিক্সা ওয়ালার দিকের যান্‌বাহন থামিয়ে দিয়েছে। অনেকক্ষণ হয় তবু হাত নামায় না। তখন রিক্সাওয়ালা বিরক্ত হয়ে বলেছ— "অই হালার হোল ওয়ালা বাইজী তোমার হাতটা জারাছা নামাও আমার জলদি আছে, দাওয়াই কিনন লাগব।

১০। ইসলামপুর লায়ন সিনেমাতে, মাঝে মধ্যে থিয়েটার হত এবং স্ত্রী চরিত্রে মেয়েরাই (অবশ্য পতিতা) অভিনয় করত ও নাচত। একবার এক নাচের সীনে প্রধান নাচনেওয়ালী অসুস্থ থাকায় তার বদলে একটি ভাল নাচ জাননে ওয়ালা ছেলে নাচতে নেমেছে এবং ছেলেটা খুবই ভাল নাচছিল কিন্তু নাচলে কি হবে দর্শকদের মধ্যে একজন চিনে ফেলেছে ঐ ছেলেটিকে আর যায় কোথা ঃ চিৎকার দিয়ে বলছে— "ও হোল ওয়ালা বাইজী তোমার কোমরটা একটু কম হিলাইও, মাতা (মাথা) ঘুড়ায়।

Scanned By: Sisir Suvro

১১। দুই বন্ধু, একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। একদিন কি নিয়ে খুব ঝগড়া বেধে যায়। তখন হঠাৎ হিন্দু বন্ধুটি গালি দিয়ে বসে এই বলে— "সেক তোদের পোদে পেক (কাদা)।" তখন মুসলমান বন্ধু হিন্দুর সঙ্গে কিছু মিলাতে পারে না– এক হয়, হিন্দুর সঙ্গে বিন্দু নাহ্ খুব ছোট হয়ে যায় এবং পেকের সমকক্ষ উত্তর হয় না। তখন মাথায় এক বুদ্ধি আসে এবং বলে বসে। "হিন্দু তগো পোদে তালগাছ।"

তখন হিন্দু বন্ধু বলে "আরে হালায় মিলল না, (অর্থাৎ মিল হল না) ।

মুসলমান বন্ধু— "মিলুক না মিলুক, হালায় ফাইরা চিরা যাইব ত?"

"জ্বলন খান কেমন অইব চান্দু?"

১২। গ্রামের এক ছেলে ঢাকার এক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে।. ঢাকার ছেলে কথায় কথায় খালি হালা হালা বলে। তাই একদিন গ্রামের বন্ধুটি তার ঢাকার বন্ধুকে বলছে "আচ্ছা দোস্ত তুমি ঐ হালায় হালায়টা না কইয়া পার না? তখন জোষের চোটে ঢাকার বন্ধু বলে বসে "পারিনা হালার ওর মাকে চু—।" তখন গ্রামের বন্ধু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলছে— "থাক্ থাক্ দোস্ত তুমি ঐ আগেরটাই কইও।"

Scanned By: Sisir Suvro

১৩। বড় ছেলে বাড়ী ফিরলে মা তার কাছে নালিস দেয় যে ছোট ছেলে কালু তাকে ভন্ড (অশ্লিল) গালি দিয়েছে। তখন বড় ছেলে রেগে মেগে ছোট ছেলের কাছে গিয়ে বলে— 'আবে ঐ কাউলা, আবে মা হালায় অইল জননী তারে কইছস চুতমারানী? হালারপু হালা তর মারে— তুই হালার কইছস কি এ?

তখন কালু বলছে— "তুমি বি হালার কোন জাতের? আমি তো মায়রে গাইল দিছি আর তুমি যে হালার মা-বাপ হুদ্দা গাইল দিয়া বইলা? এহন কি কইবা মামদু?

১৪। ঢাকা ও কলিকাতার দুজনার মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে যায়—কোথাকার মিষ্টি ভাল ঢাকার না কলকাতার। কলকাতার লোক বলে— "রেখে দাও, ঢাকার বাঙ্গাল, আমাদের কলকাতার চৌরঙ্গির কাছে কে, সি, দের, মিষ্টি খেয়েছ? মশাই খেলে জীবনে ভুলতে হবে না। ঢাকার লোকও তখন রেগে মেগে বলে রাখ হালার ঘটি তোমার কইলকাতার কে সি দে, আমাগো হালার ইসলামপুরে কাঁলাচাদের মিঠাই খাইছ? খাইয়াই গলার মধ্যে আঙ্গুল ডুকাইয়া দেখবা হালার ভিতরে চিনি গজ গজ করবো। জেন্দেগীভর বুলবার (ভুলে যাওয়া) পারবা না। হালার ঢাকার লগে আইছে টেক্কা দিবার। হালার ঘটি।

Scanned By: Sisir Suvro

১৫। ঢাকার লোক বাবর আলী কলকাতা গেছে কিন্তু যেখানে যাবে তার ঠিকনা খুজে পাচ্ছিল না। অনেক বেলা হয়ে গেল, ক্ষিদেও পেয়েছে। কাছেই একটা মুদি দোকান পেয়ে গেল তাই ভাবল যে কিছু চিড়ে গুড় কিনে খাবে।

ঢাকার লোক ঃ অবাই (অভাই) চাইর আনার চিড়া দেন।

দোকানী ঃ চিড়া কি মশাই?

ঢাকার লোক ঃ আরে চিড়া চিড়া, চিড়া চিনবার পারেন নাই? কেমন হালার দোকানদার?

দোকানী ঃ কি মশায়, কি চিড়া চিড়া করছেন, আপনার কথাই বুঝতে পারছি না।

তখন ঢাকার লোক ধামার মধ্যে রাখা চিড়া দেখিয়ে বলছে ঐ যে ধামার মধ্যে সাদা সাদা, দেখবার পান না?

দোকানী ঃ অ চিড়ে? তা চিড়ে বলবেন ত মশায়? খালি চিড়া চিড়া করছেন? কোত্থেকে এয়েছেন? বাঙ্গালদেশ?

Scanned By: Sisir Suvro

ঢাকার লোক ঃ হ মছায় বাঙ্গালদেছই আপনেগ লাহান (মত) ঘটি না। দেন হালার আপনেগ ঐ চিড়েই দেন চাইর আনার । তার লগে আপনেগ গুরে ভি দেন চার আনার, আর দেন দুই আনার পেকে কেলে।

দোকানী ঃ চিড়ে ত বুঝলুম, আবার ঐ গুরে আর পেকে কেলে কি?

ঢাকার লোক ঃ আরে মছায় চিড়া যদি হালায় চিড়ে অইবার পারে তাইলে গুড় গুড়ে আর পাকা কলা পেকে কেলে অইব না কেল্লাইগা (কিসের জন্য)? দেন এহন। যা কইলাম বুঝবার পারছেন ত?

এখন তাই দেন। জব্বর ভুখ (ক্ষিদে) লাগছে।

দোকানী ঃ দিচ্ছি মশায় দিচ্ছি। আচ্ছা বাঙ্গালের পাল্লায় পরেছি মশাই।

ঢাকাই লোক ঃ অমছাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কইবেন না কইল। আমার জিনিষ দেন আর এই লন পসা (পয়সা)। বাঙ্গালের ঠেলাত দেহেন নাই, ঐ ঘটি ঘুটি কাইত অইয়া যাইব। সবই হালায় কপালের লেখন–এই দিকে হালার বাড়ী খুইজা পাইনা, তার মধ্যে হালার এই ঘটির জ্বালা।

১৬। মফস্বলের এক উকিল সাহেব ঢাকা এসেছেন কোন কাজে। আবার আলাপাকা কাপড়ের একটা কাল কোট ও কিনে নিয়ে যাবেন, যে সব কোট সাধারণত উকিল সাহেবরা কোর্টে ব্যবহার করেন।

কোট কেনার জন্য মার্কেটে বেড়িয়েছেন ঘোড়ার গাড়ী করে। ভদ্রলোক গাড়ী থামিয়ে থামিয়ে এক দোকান থেকে আর এক দোকান যাচ্ছেন কিন্তু তার গায়ের মাপের এমন ভাল কোট পাচ্ছিলেন না। জানান্তিকে বলে রাখি ভদ্রলোকের গায়ের রং ছিল ভীষণ কাল।

অনেক দোকান দেখা হয়ে গেছে এবং গাড়ীওয়ালাও একটু বিরক্ত হয়ে পরেছে। তখন গাড়ীওয়ালা জিজ্ঞেস করছে ঃ

গাড়ীওয়ান ঃ আচ্ছা সাব আপনে কি কিনবার চান আমারে কন না?

উকিল ঃ আলপাকা কাপড়ের কোট কিনতে চাই।

গাড়ওয়ান ঃ আলপোকার কোট! কালা না লাল?

Scanned By: Sisir Suvro

উকিল ঃ কাল কোর্ট। আমরা কালো কোটে ব্যবহার করি কোট।

গাড়ওয়ান ঃ উকিল ছাব কিছু মনে কইরেন না, আপনেরে হালায় এউগা বালা বুদ্ধি দেই। খুব ছহজে কাম অইয়া যাইব।

উকিল ঃ তুমি কি বলতে চাও বলো?

গাড়ীওয়ালা ঃ আচ্ছা সাব, আপনের গতর ভরা আলপকা আর আপনে কিনা কিনবার চান আলপাকা? আপনে সেরেফ গলায় চাউরগা (চারটা) কালা বুতাম ঝুলায়া লন, তাইলেই কাম অইয়া যাইব। খামখা অত পয়সা খরচ কইরা কালা আলপকার কোট না কিনলেও চলব। বুঝবার পারছেনত আমার কথাউগা?

উকিল সাব এতক্ষনে রসিকতাটা বুঝতে পেরেছে এবং খুব রাগও হয়েছে তাই বলছে ঃ যাও মিয়া ইয়ার্কি মারবানা। কোথাও যেতে হবে না, যাও হোটেলে দিয়ে আস আমাকে।

গাড়ীওয়ালা ঃ চলেন যাই। আমি হালায় আপনের বালার লাইগ্যাই কইছিলাম।

মাইছেরে বালা কথা কইতে নাই। চল্ হালার ঘোড়া যেহান থেকা আইছিলি হেই খানেই চল।"

১৭। ইলামপুর এক সময় জুতার দোকানের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। এক হিন্দু ভদ্রলোক জুতা কিনতে এসে জুতা কিনে চলে যাচ্ছিল। পার্শের দোকানদার দেখেছে এবং তার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় বলছে। বাবু আহেন আমার দোকানে।

বাবু ঃ না ভাই জুতা কেনা হয়ে গেছে।

দোকানদার ঃ কিনছেন ভালা করছেন, মগার আমার দোকনে জারাছাকেলিয়ে (অল্প কিছুক্ষণের জন্য) বইয়া (বসে) যাইতে অইব। ঐটাভিত আমার এক ভাইয়েরই দোকান। আমি হালায় খালি একটু দেইখা দিবার চাই কেমন জুতা দিল আমার ভাই।

বাবু ঃ না ভাই আমার সময় হবে না।

Scanned By: Sisir Suvro

দোকানদার ঃ বাবু আপনের মা কালীর দোহাই, আমার দোকানে একটু আপনের পায়ের ধুলা দেওন লাগব। আমার ভাই আপনেরে কি জুতা দিল। খালি হেইটাই দেখাবার চাই।

অগত্যা বাবু দোকানে গিয়ে বসেন।

দোকানদার ঃ এহন কন হালায় ঠাণ্ডা খাইবেন না গরম খাইবেন?

বাবু ঃ না কিছুই খাব না। তাছাড়া আমার একটু তারাতারি যেতে হবে।

দোকানদার ঃ ঠিক আছে দেহি আমার ভাই আপনারে কি জুতা গছাইল।

বাবু তখন জুতার বাক্সটা দোকানদারকে দিল। দোকানদার জুতা হাতে নিয়ে বলছে ঃ

বাঃ বালা জুতাই দিছে, বাক্কা জুতাই দিছে;

দোকানদার ঃ আবে ঐ শুক্কইরা এউগা (একটা) লকরী (লাকরী) লইয়া আয়বে।

বাবু ঃ হলত দেখা আবার লাকরি দিয়ে কি হবে?

দোকানদার ঃ আমার ভাই, হালায় জুতা দিছে ঠিকই একলম্বর, মাগার রাইত কইরা যে হিয়ালে (শিয়াল) পোনমারব তখন কি আইব?—হালার হিয়াল খেদানভিত লাগব? হেই কামের লাইগা আমি মুফতেই (বিনেপয়সায়) লকরীগা দিয়া দিবার চাই—লইয়া যান।"

অর্থাৎ কাচা চামরার জুতা তাই বুঝাতে চাইছে দোকান দার। বাবু বিরক্ত হয়ে দোকান থেকে বেড়িয়ে চলে আসে।

১৮। আর একজন হিন্দু এসেছেন আর একদিন ইসলামপুরই জুতা কিনতে। কিন্তু কয়েকটা দোকান ঘুরেও ঠিক পছন্দমত জুতা পাচ্ছিলেন না। অন্য এক দোকানদার বিষয়টা লক্ষ্য করেছে এবং তার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় অনেক বলে কয়ে তার দোকানে এনে বসিয়েছেন এবং দোকানদার বলছে ঃ

দোকানদার ঃ আপনেরে দেইখাইত হালায় বুঝছি যে আপনে যেমন তেমন লোক না মহারাজ। আপনেরে হালারা জুতা দিব কৈথেইকা।"

Scanned By: Sisir Suvro

বাবু ঃ অতকথা বলার দরকারকি? আপনার কি জুতা আছে তাই দেখান।

দোকানদার ঃ "মহারাজ রাগ করতাছেন কেল্লাই (কিজন্য) আমরা আপনেগ খেদমত করনের লেইগাই আছি। মহারাজ আমি যে জুতা দেখাইবার পারমু, কোন হালাই দেখাইবার পারব না। মগার যে জুতা দেহামু হুজুর তার দাম কিন্তুক জারা (কিছু) বেশী অইব।

বাবু ঃ ঠিক আছে ভাল জুতা হলে দাম নিশ্চয়ই বেশী দিব।

দোকানদার ঃ "আসল কথাটা কই হুজুর। আমাগো ঢাকার নওয়াব আছে না? হেই নবাব সাব দুই জোড়া জুতার অর্ডার দিছিল, মগার ১ জোড়া আর নেয় নাই। হেই জুতা জোড়াই আপনেরে দিমু মহারাজ। ঐ সব জুতা মহারাজ আপনেগই সাজে। আলতু ফালতু মাইনসের কাম না এই জুতা কিনোন।

বাবু ঃ ঠিক আছে দেখাও না?

দোকানদার তখন এক জোড়া জুতা বের করে। জুতার এক ছোলের সঙ্গে আর এক ছোল পিটিয়ে দেখাছে— পিতল সোল আটা। এক রকম জুতা সেই দিনে পাওয়া যেত।

দোকানদার ঃ মহারাজ আমার কথামত জুতা জোড়া লইয়া যান আর আমার গেরান্টি রইল যে আইজ থাইকা ৫ বৎসরের মধ্যে যদি জুতা ছিড়ে তাইলে হেই ছিড়া জুতা লইয়া আইবেন আর আমার গালে জুতা দিয়া এউগা (একটা) বাড়ি মাইরা টেকা ফিরৎ লইয়া যাইবেন। দেখছেন হালার জুতা কেমন চকচক করতাছে। করব না কেন? চামড়া যে গিলাছকিটের (গ্লেইজকিট)।

এহেন গেরান্টির ফলে বাবুকে বেশ কিছু বেশী টাকা দিয়ে জুতা জোড়া কিনতে হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোক ৬মাসও ব্যবহার করতে পারে নাই, জুতার তলাছুটে গেছে। ছেড়াজুতা নিয়ে এসেছে বাবু এবং দোকানীকে বলছে—

বাবু ঃ কি মিয়া খুবত গেরান্টি দিলেন, এখন কি হল? অন্য কিছু করার দরকার নাই, আপনি এখন আমার শুধু টাকা ফেরৎ দিন আমি চলে যাই।

Scanned By: Sisir Suvro

দোকানদার ঃ আপনে মহারাজ গোস্সা অইছেন কেল্লাইগা? বহেন, একটু ঠাণ্ডা অইয়্যা লন, তারপর দেহা যাক ব্যাপারটা কি? একটু পরে দোকানী বলছে—আচ্ছা মহারাজ আপনে জুতা দিয়া কি করছিলেন?"

বাবু ঃ কেন? জুতা পায়ে দিয়েছি।

দোকানদার ঃ মরজ্বালা জুতা পায়ে দিবেন নাত কি হালায়, মাথায় দিবেন নি? পায়ে দিয়া কি করছেন?

বাবু ঃ কেন, হেটেছি?

দোকানদার ঃ মহা মুস্কিলে পরলাম, হালায়? হাটবেন নাতকি খাড়াইয়া (দাঁড়িয়ে) থাকবেন নি? মগার হাটছেন কোন হান দিয়া?

বাবু ঃ কেন রাস্তা দিয়ে হেটেছি —

দোকানদার ঃ ইস, এহন বুঝবার পারতাছি যে এমন ইজ্জত আলা জুতার তলা ছুটল কি কইরা। আমারই বুল অইছিল, আপনেরে আসলেই মনে করছিলাম মহারাজ বইলা। তার লেইগাইত আমাগো নওয়াব সাবের অর্ডারী জুতা আপনেরে দিলাম। ইস হালার বাবু (এখন আর মহারাজ না বাবু) আপনে করছেন কি? আমাগো নওয়াব সাহেব জুতার ইজ্জত মারছেন? আরে বাবু নওয়াব সাবের জুতা পইরা আপনে গেছেন রাস্তাদিয়া হাটতে? করছেন কি? আপনের আক্কেলটা কি? কন দেহি?

বাবু ঃ কেন? নবাব সাহেবরা জুতা পায়ে দিয়ে রাস্তায় হাটে না বলতে চান ?

দোকানদার ঃ হোনেন মছায় — নওয়াব সাবরা জুতা পায়ে দিয়া গালিচার উপর দিয়া অস্তে কইরা গিয়া মোটর গাড়ীতে বসে, আবার আস্তে কইরা নাইম্যা গালিচার উপড় দিয়া আইটা (হেটে) যায়। আর আপনে কিনা বাবু, বেয়াক্কেলের মত আমাগো নওয়াব সাবের জুতা পায় দিয়া রাস্তার রাস্তায় আইটা বেড়াইছেন। আপনের আক্কেলটা কি কন দেহি? নয়াব ছাবের ইজ্জতআলা জুতা ছিড়ব নাত আস্ত থাকব নি? আবার আইছেন টেকা ফিরত নিতে? যান মানে মানে

Scanned By: Sisir Suvro

বাড়ীত যান গিয়া। আর বেইজ্জত অহনের (হওয়ার) কাম নাই। সোজা রাস্তা দেহেন। ছক্ (সখ) কত নয়াব সাবের জুতা কিনবার আইছে?
বাবু তখন প্রমাদ গোনে এবং কেটে পরে।

১৯। সেই ইসলামপুর জুতার দোকানেরই একটি ছোট ঘটনা। গ্রামের এক ভদ্রলোক কার্যোপলক্ষে ঢাকা এসেছেন এবং মনস্থ করেছেন একজোড়া ভাল জুতাও কিনে নিয়ে যাবেন। ঢাকা রওয়ানা হওয়ার সময় তার এক বন্ধু সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে — "দোস্ত ঢাকা কিন্তু ভিষণ ঠগের যায়গা সাবধানে চলবে আর কেনা কাটার ব্যাপারেও খুব সাবধান। বিশেষ করে ইসলামপুরের জুতার দোকানদার। যা দাম বলবে তুমি বলবে তার অর্দ্ধেক, দেখবে একটু দরকষাকষি করলেই ঠিক দিয়ে দেবে।"

ইসলামপুর জুতার দোকানে এসে সে তাই করেছে। দোকানদার জুতার দাম বলেছে ৫ টাকা।

ভদ্রলোক ঃ আড়াই টাকায় হবে না?

দোকানদার ঃ অক্করে (একেবারে) আধা দাম?পাগল অইছেন সাব; এটা কি হালায় মাছের দোকান পাইছেন নি?

ভদ্রলোক ঃ ইচ্ছা হয় দিবেন না হয় না দিবেন। আমি আর এক আধলাও বেশী দিতে পারব না।

দোকানদার ঃ এই কথা? আপনে আইছেন কইথেকা সাব?

ভদ্রলোক ঃ কেন? কোত্থেকে এলাম তার সঙ্গে জুতা কেনার সম্পর্ক কি?

দোকানী ঃ আছে সাব আছে, একটা হিসাবের বেপার আছে না? কনইনা সাব বাড়ীটা কোন হানে?

ভদ্রলোক ঃ বাড়ী ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমা।

দোকানদার ঃ এইবার বুঝবার পারছি। আগেত কইবেন। আপনেগ লেইগা এউগা (একটা) ভালা হিসাব আছে। আপনের লেইগা আড়াই টেকাই সই— লইয়া যান। আপনেরে ফ্রেছ ফ্রেছ জুতা দিয়া দেই।

Scanned By: Sisir Suvro

এই বলে দোকানদার ঐ দেখান জুতাজোড়া রেখে ভেতর থেকে জুতার বাক্স পেকেট করে দিয়ে দেয়। এবং ভদ্রলোক সরল মনে টাকা দিয়া জুতা নিয়ে যায়। দুর্ভাগ্য বশত সে ঢাকার হোটেলে যেখানে উঠেছে সেখানে গিয়েও জুতার পেকেট খুলে দেখেনি। মাদারীপুর দেশের বাড়ী ফিরে জুতার পেকেট খুলে দেখে যে মাত্র একটা জুতা দিয়েছে।

তখন তার বন্ধু বলে — "তুই এক বেকুফ, জুতা নিয়ে আসার আগে খুলে দেখবিনা? এখন দেখছি আমাকেও তোর সাথে যেতে হবে।" তখন দুই বন্ধু আবার ঢাকা আসে এবং সেই দোকানে গিয়ে রসিদ দেখিয়ে বলে ঃ-

ভদ্রলোক ঃ এ কি করেছেন? মাত্র একটা জুতা পেকেট করে দিয়েছেন?

দোকানদার ঃ বুঝছি আপনে হেই ফরিদপুরের লোক না? আরে সাব পাঁচটাকার জুতা কেউগা আপনেরে আড়াই টেকায় দিব? আপনে জিদ ধরলেন আড়াই টেকার এক আদলা বেশী দিবেন না – তখন আমি হালায় অগত্যা কি করি? দিলাম মাল আপনের পয়সার মাপেই।

ভদ্রলোক ঃ এই আপনাদের ইনছাফ?

দোকানদার ঃ আপনে ইনছাফ কইরা দামাদামী করেন? আমরা জুতার কারবার করি দেইখ্যা কি মাউছাগ (মাছ বিক্রেতা) লাহান পইচা (পচে) গেছিনি? দেন বাকি আড়াই টাকা, আর এউগা জুতা দিয়া দেই। আপনেভি ইনছাফ করেন আমি ভি ইনছাফ করি।

অগত্যা দিতেই হল এবং দুই বন্ধু জুতা নিয়া বাড়ী ফিরলেন। পথে প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে বলে— "তোর কথামত চলতে গিয়ে শালার জুতার দাম এখন পরে গেল ১০ টাকা। খুব আক্কেল সেলামী দিলাম তোর কথা শুনে।"

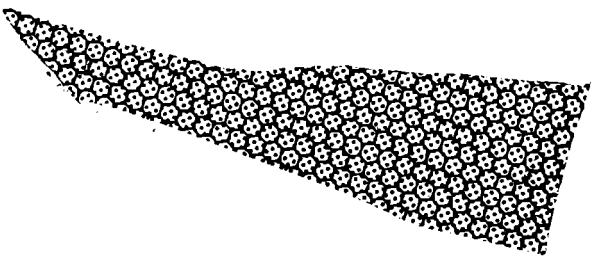

Scanned By: Sisir Suvro

২০। মফস্বল শহরের লোক বিশেষ কোন কাজে ঢাকা এসেছেন এবং উঠেছেন সদরঘাটের কাছে একটা ছোট হোটেলে। হোটেলটা দোতলা এবং দোতালায় উঠবার ও নামবার সিড়িটা বাহির দিক দিয়া। ভদ্রলোক ছিলেন দোতালার একটা ঘরে।

ঢাকার কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যাবেন, তাই ফুলবাড়ী রেলষ্টেশনে যাবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী ডেকেছেন। ভদ্রলোক তৈরী হয়ে নামতে দেরী হচ্ছে। দেরী হচ্ছে দেখে ঘোড়ার গাড়ীওয়ালা ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে। "অছাব জলদি আহেন, রেলগাড়ী আহনের ছময় অইয়া গেছে।" একটু বিরতি — আবার ডাকছে— "ছাব জলদি নাইমা আহেন নাইলে কিন্তুক গাড়ী পাইবেন না হেসে (শেষে)। আমারে দোষ দিবার পারবেন না কইলাম। আর এই দেরী অহনের লেইগা পয়সা ভি হালায় বেশী দিতে অইব।"

ভদ্রলোক আর কি করবেন ঐ সিড়ি দিয়ে তাড়াহুড়া করে নামতে গিয়ে পড়ে গেলেন এবং গড়াতে গড়াতে একদম নীচে। এই না দেখে গাড়ীওয়ালা তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে এসে ভদ্রলোককে টেনে তোলেন এবং গা ঝেড়ে দিতে দিতে বলে — "আহ্ ছাব দুক্ষু পাইছেন? বহুত চোট লাগছে না? যাউকগা, দুখ পাইছেন পাইছেন, মগার লামছেন বড় জলদি।" বাবুকে সেই অবস্থাতে গাড়ীতে তুলে গাড়ীওয়ালা গাড়ী ছেড়ে দেয়।

Scanned By: Sisir Suvro

২১। আমের দিনে ইসলামপুরেই আম বেশী বিক্রি হত এবং বড় বড় পাইকারী দোকান গুলিও ইসলামপুরেই ছিল। একবাবু আম কিনতে গেছেন এবং ঢুকেছেন একটা বেশ বড় সর আমের দোকানে। দোকানে ঢুকে আম টিপে টিপে দেখছিলেন পাকা না কাঁচা। এই না দেখে আমের দোকানদার হৈ-হৈ করে উঠেছে এবং বলছে— "আরে ছাব করেন কি, করেন কি? আম টিপবার লাগাইছেন ক্যা (কেন)? ঘরের মাউগ (মেয়ে লোক) পাইছেন নি যে টিপবার লাগাইছেন? আমার আমের জাইতই (জাত) হালায় মাইরা হালাইছে। যান যান সাব বাইর অহেন আপনেগ কাম না আম কিনন। এটা হালার পাইকারী দোকান। যান খুচরা দোকানে যান।" ভদ্রলোক আর কথা না বাড়িয়ে মানে মানে বের হয়ে যান দোকান থেকে।

২২। গ্রামের লোক চকবাজারে টুপি কিনতে গিয়ে কথা কাটাকাটি টুপির দাম নিয়ে। দামের ব্যবধান দুজনার মধ্যে অনেক বেশী। তাই দোকনদার টুপি খরিদ্দারকে বলে – "আপনের কাম না চক বাজারথন টুপি কিনুনের। এক কাম করেন, আপনেরে এউগা হালায় ভালা বুদ্ধি দেই। ঐ যে মাইট্টা (মাটির) হাড়ির দোকান আছে না? হেই হানে যান। আর একআনা দিয়া এউগা মালসা কিনা লইয়া যান, দুগা (দুইটা) কাম অইয়া যাইব, বোচ্ছেন নি? চিড়া বিজাইয়া

Scanned By: Sisir Suvro

খাইবার পারবেন আবার টুপির লাহান মাথায় ভি দিবার পারবেন। দেখলেনত মিয়াছাব আপনের ছমছ্যার (সমস্যা) কিরহম ছমাদান কইরা দিলাম, আর আমি ভি হালায় বাঁচলাম। যান হেই কামই করেন গিয়া।"

২৩। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে দেশে ভিষণ দুর্ভিক্ষ লাগে, সেই সময়কার কথা। সরকারকে তখন রেশনের দোকানে ভাঙাচাল (Broken Rice) দিতে হয়েছিল রেশন কার্ডে।

এক ভদ্রলোক ঢাকার ফুলবাড়ি রেল ষ্টেশনে নেমে বাড়ী যাবে এবং ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করতে ঘোড়াগাড়ী ষ্টেণ্ডে গেছে এবং পেয়ে গেলেন এক পরিচিত গাড়ীওয়ালা।

ভদ্রলোক ঃ আরে রহমত যে? কেমন আছ? ভালই হল তোমাকে পেয়ে গেলাম।

গাড়ীওয়ালা ঃ আরে পেরকাছ (প্রকাশ) বাবু যে? এই গাড়ীখন নামলেন বুঝি? অনেক দিন পর আপনেরে দেখলাম।

বাবু ঃ হ্যাঁ ভাই এখন আসামের ঐ ডিব্রুগড়ে কাজ করি। ছুটি পাই না। এবার বলে কয়ে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি।

গাড়ীওয়ালা ঃ বালাই করছেন। নিজের দেশে না আইলে আপনজনে ভি পর অইয়া যায়। আর দেহেনত আপনেরে দেইখা আমার দিলটা কিরহম হালায় চাঙ্গা অইয়া গেল।

বাবু ঃ তারপর বল দেশের খবর কি? তোমরা সব ভাল আছ ত?

গাড়ীওয়ালা ঃ আর ভালা বাবু; ছরকার (সরকার) আমাগো হক্কলেরে (সকলকে) হালায় ছেরেফ মুরগী বানায়া হালাইছে।

বাবু ঃ সে আবার কি রকম?

গাড়ীওয়ালা ঃ বাবু, এই রেশনে আমাগো খুদ (ভাঙ্গাচাল) খিলাইতে খিলাইতে কি আর মানুছ রাখছে? আমাগোত বিলকল মুরগী বানাইয়া হালাইছে।

বাবু ঃ এই কথা (হাসলেন) চল ভাই এবার যাওয়া যাক।

গাড়ীওয়ালা ঃ হ, চলেন। আপনেত গাড়ীত আইতে আইতে পেরেশান (ক্লান্ত) অইয়া গেছেন। আবার কিছু দিন থাকতে থাকতে

Scanned By: Sisir Suvro

আপনেও আমাগো লাহান মুরগী অইয়া যাইবেন। এই বলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক — 'হাট, হালার ঘোড়া, বাবুরে জলদি বাড়ী লইয়া যা। তুইত হালার আর মুগরী হছ নাই। তোরাত হালায় আগের লাহানই ছোলা খাইতাছস মৌজ (মজা) কইরা।

২৪। আর এক দিনের কথা। একবার এক বাবু রেলষ্টেশনে নেমে গাড়ী ঠিক করতে এসেছে বাড়ী যাবে। স্বভাবতঃ সকলেই চাইবে গাড়ী দিতে; তাই সকলেই বলছে 'আহেন সাব আহেন। এক গাড়ীওয়ালা একটু বেশী উৎসাহ দেখায় এবং বলে ঃ 'বাবু চিনলেন না আমারে? হালায় ভুইলা গেছেন? আমার নাম ওসমান। মনে নাই আপনেরে আগে কত ক্ষেপউপ দিছি? চলেন আপনেরে বাড়ী লইয়া যাই। আপনে আমার পুরান মানুছ। আপনের লগে ভাড়ার কোন কথা নাই। যা খুছি দিয়েন।"

বাবু ঃ কিন্তু তোমার ঘোড়া যে খুব কাহিল, হাড়পাজরা সব বেরিয়ে গেছে। খেতে টেতে দাওনা নাকি?

ওসমান ঃ আরে বাবু এইটা কি কইলেন? আমার ঘোড়া দেখতে জারাছা (একটু) কাবু দেখায় মগার এই ঘোড়াত হালার পক্ষিরাজ ঘোড়া। ঐ ঘারের কাছে জারাছা (একটু) ঘায়ের মত দেখবার পাইতাছেন ঐটা হালার পক্ষিরাজের [illegible] কাইটা হালানোর দাগ। আমার পক্ষিরাজ দেইহেন রাস্তা দিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইবনে হালায়। আপনে গাড়ী চইড়াই দেহেন না, হালার আমার বাহাদুর গোড়া কেমনে চলে। দুলকী তালে আপনেরে আধা ঘন্টার মধ্যে আরমানীটোলা লইয়া য়াইব। আহেন ওঠেন সাব আর কোন কতা নাই। না পারিত পয়ছা দিয়েন না।

বাবু অগত্যা চড়ে বসলেন। কি করা যায় এত করে যখন বলছে। কিন্তু গাড়ী ঠিকভাবে চলছিল না। তখন বাবু গাড়ীর ভেতর থেকে বলছে ঃ –

বাবু ঃ কি ওসমান মিয়া খুবত পক্ষিরাজ পক্ষিরাজ বললে, এখন ত দেখছি, এটা গাধারাজও না।

ওসমান বাবুর কথার উত্তর না দিয়ে ঘোড়াকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে ঃ ইছ হালার ঘোড়া আমারে বেইজ্জত কইরা হালাইল। আবে হালা একটু জোরে চল

Scanned By: Sisir Suvro

না? হাট, হাট, (চাবুক মারে) একটু গতর লরাইয়া চল না হলায়? দেহত হালায় চলে নি। তরে কইলাম আমার পক্ষিরাজ ঘোড়া আর তরে বাবু কয় এখন গধারাজ। আর কত বেইজ্জত করবি আমারে?

বাবু : (ভেতর থেকে) হয়েছে হয়েছে। তোমার ঐ মড়াঘোড়া যেমন চলছিল তেমনই চলুক, আর ভেকর ভেকর করে লাভ নাই।

ওসমান : (বাবুর কথার উত্তর না দিয়ে) ইস্ আইজ হালার আমার ইজ্জত মাইরাই ছারল। আরে বাজান (বাবা) হালায় চল না? আইজ বেশী কইরা চানা খিলামুনি চল। তবুও ঘোড়া একই ভাবে চলছে তাই চাবুক মেরে আবার বলছে : আবে হালার হালা বিহানেত (ভোর) এক গমলা চানা গিললা এখন চলবার পারনা ক্য? আবে হালা তগো (তোদের) হাত লড়ে পাও লড়ে, কান লড়ে মগার হালার মনটা লড়েনা কেল্লাইগা মামদোর পো? এমনি করে করেই পৌছে দেয়। আর বাবুও দয়া পরবশ হয়ে ভাড়া ঠিকভাবেই দিয়ে দেয়। গাড়ীওয়ালা 'ছেলাম বাবু' বলে চলে যায়।

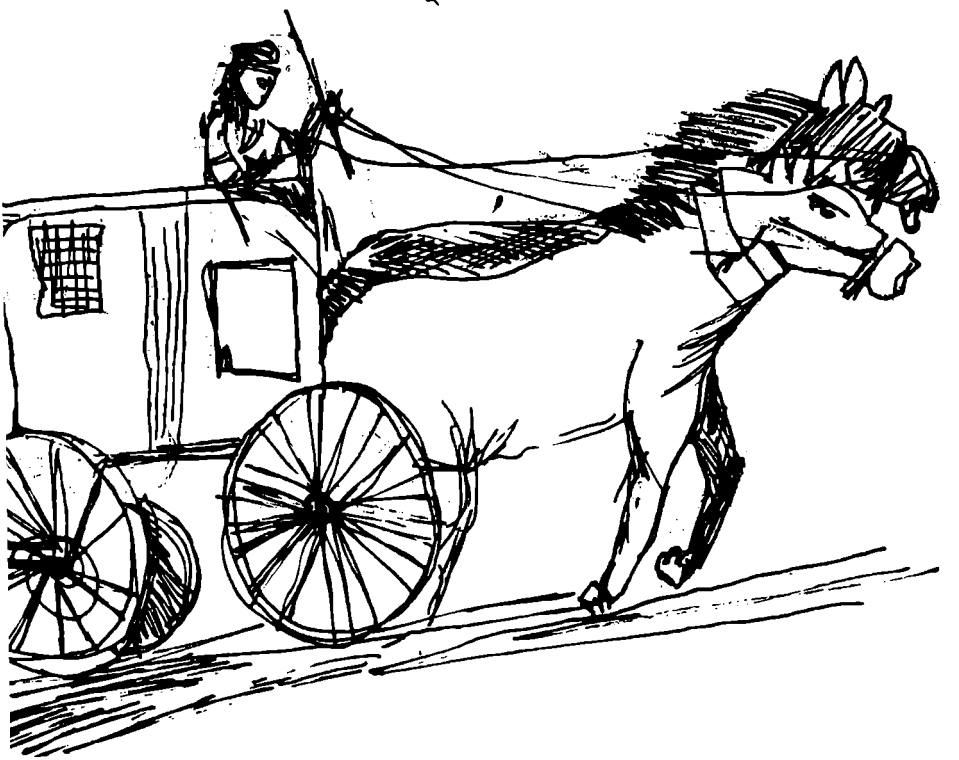

Scanned By: Sisir Suvro

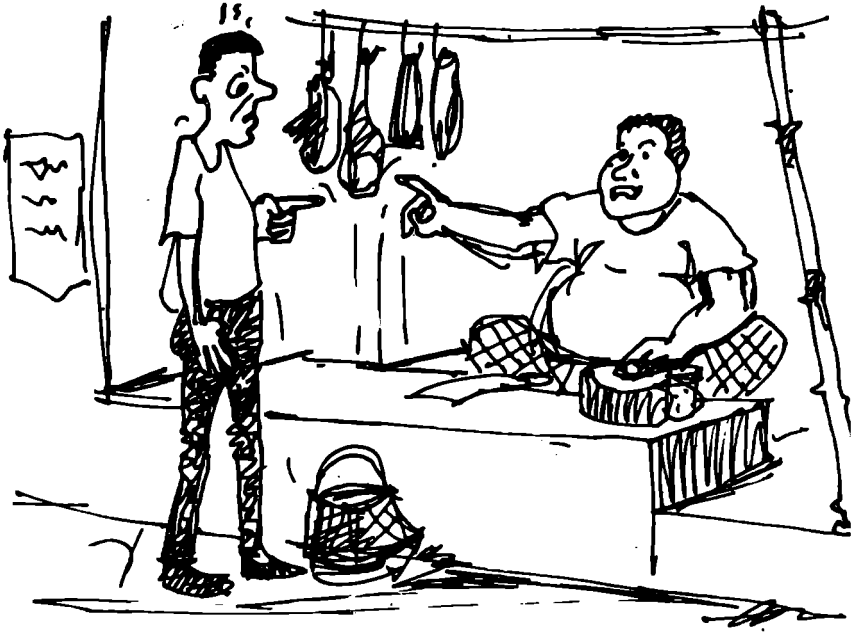

২৫। ১৯৩৪ –৩৫ সালের কথা একভদ্রলোক গোস্ত কিনতে গেছে রায়সাহেব বাজার গোস্তের দোকানে একসের গোস্ত দাম ঠিক হয়েছে সারেচার আনা। কিন্তু কসাই গোস্ত বানিয়ে দেওয়ার সময় বোধ হয় একটু বেশী করে হাড্ডি এসে যাচ্ছিল। তাই ক্রেতা আপত্তি করে বসল।

ক্রেতা : আরে মিয়া এত বেশী হাড্ডি দিচ্ছ কেন?

কসাই : আরে মিয়া ছাব কি কইবার চান? হাড্ডি ছারা গোস্ত অহে নি? আপনের নিজে গতরের দিকেই চাইয়া দেহেন না? আপনের গতরে হাড্ডি নাই? হিসাব কইরা দেহেন আপনের গতরে (শরীরে) গোস্তের থন (থেকে) আড্ডিই বেশী অইব। ভদ্রলোক আর কি বলবেন চুপ করে গেলেন।

২৬। গত মহাযুদ্ধের সময় (১৯৩৯–৪৫) ঢাকার এক ঘোড়ার গাড়ীর গাড়ওয়ান তার গাড়ী নবাবপুর বড় রাস্তা দিয়ে চালিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলতে বলতে যাচ্ছিল– "চল হালায় চল, বাপের বেটা হিটলারের মত ছিনাটান কইরা চল, হিটলার হালার বাপের বেটা, দুনিয়াটারে কাপাইয়া দিছে, আর বরতনীয়া

Scanned By: Sisir Suvro

(বৃটিশ) হালার লেজ গুটাইতাছে। চল হালার বাহাদুর হিটলারের মত চল- চল চলরে নওযোয়ান—" বলে গান ধরেছে। কি দুভার্গ্যে সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের অফিসার সেই গাড়ীতেই যাচ্ছিল। আর যার কোথায়, তিনি দিলেন ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া এক্টএ কেস ঠুকে, ঐ গাড়ীওয়ালার বিরুদ্ধে। কোর্টে কেস উঠেছে এবং যথারীতি চার্জ ফ্রেম করে মেজিস্ট্রেট গাড়ওয়ানকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি দোষী না নির্দ্দোস?

গাড়ওয়ান ঃ হুজুর আমি হালার পুরাপুরি নির্দোষ, মগার হালায় হেরখেভি বেছী। আমি বুঝবার পারতাছি না হুজুর যে আমার দোষটা কোন হানে?

আমিতো হালার হিটলাররে ডাউন কইরা, বেইজ্জত কইরা হালাইছি। জিগাইবেন কেমনে? হুজুর আমি হালার হিটলাররে আমার ঘোড়ার ছামিল কইরা হালাইছি, আমার হুকুমের তাবেদার কইরা হালাইছি। এহন কন হুজুর আমি

হালার হিটলাররে বড় করছি না ছোট করছি? হুজুর আপনে এহন ন্যায় বিচার করেন। যে আমারে খামোখা ধইরা আনছে হের হালার বিচার করেন।

হাকিম ত গাড়ওয়ানের কথা শুনে হেসেই ফেলেছে। এবং শুধু ওয়ারনিং দিয়ে কেস ডিস্চার্জ করে দিয়েছে এবং বলে দিয়েছে যে যুদ্ধের সময় এ জাতীয় কথা না বলতে।

গাড়ওয়ান ঃ ঠিক আছে কমু না হুজুর। কোর্ট থেকে বের হয়ে উকিলদের বলছে, কেমন দিলাম হালার পুলিছেরে এক গোল দিয়া? পুলিশ হালায় বিটলামি করনের আর যায়গা পাইল না, আইছে আমার লগে জোলাইবার লাইগা।

Scanned By: Sisir Suvro

২৭। এক ভদ্রলোক বাজারে মুরগী কিনতে গিয়ে একটা মুরগীর দাম ঠিক করে . তিন আনা। তারপরে লক্ষ করে দেখে যে মুরগীটা একটু ঝিমায়। তখন ভদ্র লোক বলছেঃ- অমিয়া তোমার মুরগীত ঝিমায়। মুরগী ওয়ালা মুরগীকে একটু ধক্কা দিয়ে চাঁঙ্গা করে বলে, "আরে না সাব ঝিমায় না। আসলে কি অইছে জানেন? কাইল হারা (সমস্ত) রাইত জাইগা কাওয়ালী গান হুনছে। হের লাইগ্যাই এখন একটু ঘুম পাইছে। আসলে ঝিমায় না। মুরগী আমার বালাই আছে। বাক্কা আছে। দেইহেন আপনের বাড়ী গিয়াই এউগা আণ্ডা (ডিম) দিয়া দিব। ভদ্র লোক বুঝে ফেলেছে এবং ওখান থেকে কেটে পরেছে।

২৮। গত মহাযুদ্ধের সময় মিত্র পক্ষের অবস্থা খুব যখন কহিল এবং হিটলারের দাপটে সারা বিশ্ব কেপে উঠেছে এবং কিছু যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে বৃটিশ সৈন্য পেছনে হটে আসতে বাধ্য হচ্ছে। সেই সময়কার কথা। শীতের সকালে ঘোড়া গাড়ীওলা আস্তাবলে ডুকেছে ঘোড়া বেড় করতে। ঘোড়াকে দড়ি ধরে টানছে কিন্তু ঘোড়া বেড় হচ্ছে না বরং পেছন দিকে হটছে কোন কারনে, তাই গারওয়ান বলছে ঘোড়াকে ঃ

"আবে হালার ফিরিঙ্গি সিপাইর লাহান (বৃটিশ সৈন্যের মত) পিছে হাটবার লাগাইছস ক্যা? তুই হালার আইবি? আয় হালারপো হালা, চানা বিজাইয়া রাখছি খাইবার দিমুনি আয়।"

Scanned By: Sisir Suvro

২৯। এক দিন এক ঘোড়ার গাড়ীওয়ালা সদর ঘাট ইডেন গার্লস হোস্টেলের (তখন ইডেন গার্লস কলেজ সদর ঘাটেই অবস্থিত ছিল) উত্তর পার্শ দিয়ে, যে গলিটা ওয়াইজ ঘাটের দিকে গেছে সেই রাস্তা দিয়ে খালি গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিল। সময় বিকেল এবং মেয়েরা তখন হোস্টেলের মাঠে খেলা ধুলা ও ছুটাছুটি করছিল। গাড়ীওয়ালা গাড়ীর উপর থেকে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আর গান গাইছে– "আমি বন ফুল গো ,ছন্দে ছন্দে দুলিয়া নন্দে আমি বন ফুল গো– – – –" এই না দেখে কয়েকটা যুবক ছেলে যারা আবার ঐ মেয়েদেরই দেখছিল তারা রেগে গিয়ে গারওয়ানকে ধমক দিয়ে বলছে– "এই বেটা তোর মা বোন নেই? মেয়েদের দেখে দেখে গান গাইতেছিস অসভ্যের মত?" গাড়ীওয়ালা ঃ "কি যে কন? হালার থাকব না কেল্লাইগা, জরুর আছে। আছে দেইখ্যাইত আমাগো ঐ মা বোইন গ ভাঙ্গা দেওয়ালের ফোখর (ফাক) দিয়া খুব জুইত কইরা দেখবার লাগাইছেন।" এই কথা বলে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে বলছে ঃ

"আবে ঘোড়ারপো কিছু বুঝবার পারছস হালায়? কেমন মজা কইরা হেরা (তারা) হেগ মা–বইনেরে জুত কইরা দেখবার লাগাইছে। আমরা দেখলেই হালার দোছের। কপালের করল্ল্যা ভাজা বিচি ঘজ ঘজ।"

৩০। তখন মটর লঞ্চ চলার প্রচলন হয়নি। লোকজন সাধারনত বড় জাহাজে যাতায়াত করত দুরের যায়গা হলে। অবশ্য দুরের নৌ–পথ নৌকা করেও যেত। একদিন বা অর্দ্ধ দিনের নৌপথ যেখানে বড় জাহাজ চলত না, সেই পথে এক প্রকার বড় নৌকা চলত, তাকে বলা হত গহনার নৌকা। ২০/২৫ জন লোক অনায়াসে ভেতরে বসতে পারতো এবং ঐসব নৌকার মাঝিরা সকলেই হিন্দু। তাদের সঙ্গে ঢোলক থাকত এবং গহনার নৌকা ঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়ার পুর্বে ঢোল বাজাত। তাতে করে লোকে বুঝতে পারত যে এইবার গহনার নৌকা ছাড়বে। এ রকম একটি গহনার নৌকা মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিঘা থেকে সন্ধা রাতে ছেড়েছে ঢাকার পথে অর্থাৎ সদর ঘাট এসে লাগবে। সদর ঘাট পৌছতে আরও প্রায় ঘন্টা মত দেরী আছে এবং ভোর বেলা সবাই উঠে রেডী হয়ে বসে আছে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বার্ত্তা বলছে।

একজন খুব গোড়া এবং কট্টর পন্থি হিন্দু কিছু বলার জন্য উস পিস করছিল। তার বক্তব্য মুসলমানের সামনে বলা যাবে না। তাই তিনি নৌকার ভেতরে চারিদিক বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে নিশ্চিত হল যে নৌকার মধ্যে কোন

Scanned By: Sisir Suvro

মুসলমান নেই। সেই কট্টরপন্থি হিন্দু নৌকার ভেতরের অনেক লোকের সঙ্গেই পূর্ব পরিচিত, তাই সে তার কথাটা বলার জন্য সকলকে সম্ভোধন করে বলছে। "এই যে দাদারা ঘাটে পৌছতে বেশ দেরী আছে। তাই আপনাদের কাছে একটা খুব মজার জিনিষ বলতে চাই।" যারা তাকে চেনে তারা সকলেই জানে যে লোকটা দুমূর্খ। এবং কারো ভাল দেখতে পারে না। শুনুন ঃ এই মুসলমান জাতটা বড় খারাপজাত, জন্তু জনওয়ার-এর মত মারামারী কাটাকাটি এই হল ওদের কাজ। এইযে খারাপ স্বভাব ওদের তার পেছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের রহস্য হল, আপনারা হয়ত জানেন না, যে বহু কাল আগে ওরা আসলে জন্তুই ছিল এবং ওদের প্রত্যেকের জন্তুর মত লেজ ছিল এবং ওদের একটা পুর্ন বয়স্ক লোকের লেজ ৩৫ হাত পর্যন্ত লম্বা হত। এখন কথা হচ্ছে যে সেই লেজ ছারা মানুষের আকৃতি পেল কি করে। যদিও ওদের স্বভাবের মধ্যে ঐ পশুর হিংশ্রতা এখনও বিদ্বমান। এর ভিতরে যে রহস্য তাই আপনাদের বলি শুনুন। ভগবান, যাকে ওরা বলে আল্লাহ সেই ভগবান ওদের মধ্যে লেজ বিহীন একজন মানুষ পাঠালেন, কিন্তু কেন তা বলতে পারব না। সেই লোক ওদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ জাগাতে চেষ্টা করতে লাগাল- যাকে ওরা পরবর্তীকালে হজরত মুহম্মদ বলত এবং এখনও বলে। তিনি ভগবানের কাছে কান্না কাটি করে সর্ত্ত সাপক্ষে ওদের ঐ ৩৫ হাত লেজের বিলুপ্তি ঘটায়। সর্ত্ত হচ্ছে- ৩০ রোজা ও প্রত্যেক দিন পাঁচ বার করে নামাজ। এত কঠিন শাস্তি,কিন্তু আর কোন ধর্ম্মে -দেখতে পাবেন না। ঐ ৩০ রোজার জন্য ৩০ হাত আর পাঁচ বার দৈনিক নামাজের জন্য ৫ হাত এই ৩৫ হাত লেজ ওদের পেটের মধ্যে ঢুকে গেল এবং তখন থেকেই ওরা মানুষ্য সমাজে এখন পুরুপুরি মানুষ বনে গেল। দুঃখের বিষয় নৌকার পেছন দিকে এক ঢাকাইয়া মুসলমান ঘাপটি মেরে বসে ছিল তা বাবু দেখতে পায়নি এবং এতক্ষনের মধ্যে লক্ষও করে নি। বাবু কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঢাকার লোক বলে উঠলঃ ঠাকুর মছাই আপনে জব্বর হাচা কথা কইছেন। আপনে যা যা কইলেন সব ঠিক, হেই কতা আমিভি জানি, মগার আপনে থোরাছা (অল্প)ভুল কইছেন, আমি তা' ছোধরাইয়া দিতাছি। আছলে ৩৫ হাত না ঠাকুর মছাই, লেজ আছিল ৩৫$\frac{১}{২}$ হাত। এতে করে একটু উৎসাহিত বোধ করে বাবু বলে ঃ তাই নাকি? হবে হয়ত। তুমি ভাই শেষ টুকু শোনাও। তখনও ঠাকুর মশার বুঝতে পারেনি লোকটা কে এবং কোন জাত।

Scanned By: Sisir Suvro

ঢাকার লোক ঃ হেইটাইত (সেইটাই) কইবার চাই। হোনেন বাবু থুরী, ঠাকুর মছাই (ব্রাহ্মনদের মুসলমানরা ঠাকুর বলত) ঐয়ে আপনে যেমনে যেমনে কইলেন ঠিক হেই রকম (সেই ভাবেই) কইরাই হালার ৩৫ হাত লেজ মুসলমানগর পেটের ভিতরে কন্ আর পাছার ভিতরে কন্ হান্দাইয়া (ঢুকে) গেছে, মগার (বিশেষ গোপনীয় অঙ্গের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে দেখিয়ে বলে) মাগার এই যে হালার আধ হাত, এই আধ হাত আর বিতরে যাইবার চায় না। আর এই টার লেইগাই হালার স্বভাবটা ভি খোরাছা জন্তুর মত রইয়া গেছে।

এই বার ঠাকুর মশায় বুঝতে পেরেছে যে এই লোক মুসলমান।

বাবু ঃ ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা। এই সক্কাল বেলা তুমি এমন বাজে জিনিস দেখালে? তোমার একটু লজ্জা হল না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ঢাকার লোক ঃ হ, বাবু লজ্জা পয়লা চোটেই পাইছি আপনে যহন মুসলমানরে জনোয়ার বানাইতা ছিলেন, মগার আপনের কিন্তুক লজ্জা অহে নাই। ঘাটে নৌকা লাইগা গেছে এইবার বাবু নামেন আর বাড়ী গিয়া ঠাকুরাইনরে গল্পটা রস কইরা কইরা হুনাইয়েন।

Scanned By: Sisir Suvro

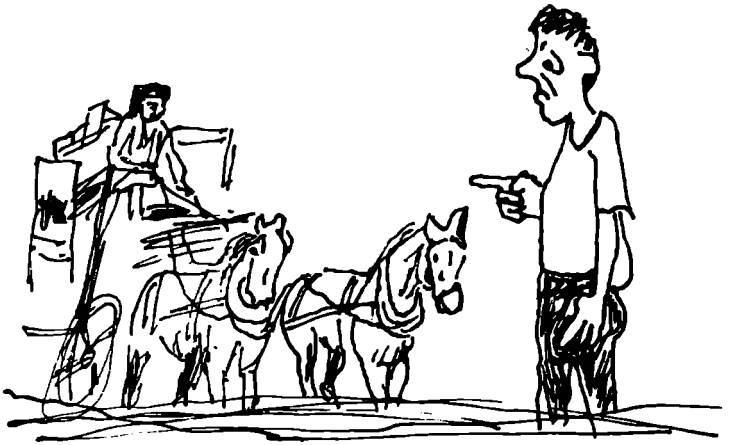

৩১। ঢাকার লক্ষিবাজার এলাকায় বাস করেন কুমুদ ভট্টাচার্য্য। ভদ্রলোক একটু বেখেয়ালী গোছের বুড়া মানুষ, কিন্তু খুবই অমায়িক। যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই কুশল জিজ্ঞাসা করে। একদিন ভদ্রলোক বেড়িয়েছে বাড়ী থেকে কিন্তু জাঁমাটা ওল্টো করে পরেছেন। তার বাড়ীর সঙ্গে একটা ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবল ছিল। তাই প্রথম দেখা হয়ে গেল রোস্তম গাড়ী ওয়ালার সঙ্গে আর অমনি জিজ্ঞাসা– কি রোস্তম, কেমন আছো, ভালত? বলে চলে যাচ্ছিলেন। তখন রোস্তম উলটা জামা পড়াটা লক্ষ্য করেছে; তাই একটু রসিকতা না করে পারল না? বলেঃ "হ বাবু আপনেগ আছির্ব্বাদে ভালাই আছি মগর, ঠাকুর মশাই আপনে আইবার লাগছেন না যাইবার লাগছেন– বুঝবার পারতাছিনাত?" বাবু বুঝতে পারে নাই তাই বলছে ঃ এই একটু বাজারের দিকে যাচ্ছি ভাই, যাওন আহন দুইই সমান।"

৩২। ১৯৪৫–৪৬ সালের কথা। তখন শান্তিনগর এলাকায় বাড়ীঘর হয়নি। অল্প কয়েকজন হিন্দু কয়েকটা বাড়ী করেছে মাত্র। রাস্তা ঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, তাই সহজে কোন গাড়ী ও দিকে যেতে চায় না। একবার এক বাবু ফুলবাড়িয়া ষ্টেশনে নেমে শান্তিনগর যাবে। এক গাড়ীওয়ালাকে ভাড়া জিজ্ঞাস করাতে বলে– "না বাবু যামু না।" কিন্তু বিশেষ পীড়াপিড়ি করাতে বলে ঃ ঠিক আছে মগার ২ টাকা দেওন লাগব। সেই দিনে ঐ টুকুরাস্তার জন্য ভাড়া চার ছয় আনার বেশী ছিল না; কিন্তু বাবু রাস্তার কথা জানে বলেই বলছে ঃ আরে মিয়া বার আনা দেব যাবে?

Scanned By: Sisir Suvro

গাড়ীওয়ালা ঃ আরে বাবু আপনে দেহি মাছের দোকানের লাহান দাম করতাছেন। আপনের কথা হুইন্না (শুনে) ঐ দেহেন হালায় আমার ঘোড়াটি হাসবার লাগাইছে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে ২ টাকা দিয়েই যেতে হয়েছিল।

৩৩। এক ভদ্রলোক বাজারে এসেছেন এবং ডিম-মুরগী বিক্রির এলাকা দিয়ে যাবার সময় ডিমওয়ালা বলছে ঃ "আহেন সাব (সাহেব) ডিম কিনবেন নি? খুব বালা (ভাল) ১নাম্বার ডিম আছে, লইয়া যান।"

ডিমগুলি আকারে একটু ছোট ছিল তাই ভদ্রলোক বলছেন ঃ না মিয়া তোমার ডিমগুলি খুব ছোট, চলব না।

ডিমওয়ালা ঃ না সাব ডিম আমার না, ডিম হালার ঐ মুরগীর। আর এউগা (একটা) কতা (কথা) কই, আপনেত সাব ছোট কইয়াই (বলেই) খালাস মগার ঐ ছোট ডিম পারতেই, হালার মুরগীর গোয়া ফাটে, আপনে বুঝবেন কি? বুঝে হালার ঐ মুরগী।" ভদ্রলোক আর কি বলবে চুপচাপ সরে পরে।

৩৪। এক যুবক গাড়ী ওয়ালা তার যুবতী বোনকে গাড়ী করে নিয়ে যাচ্ছে বাবার বাড়ী পৌছে দেবে বলে এবং বসিয়েছে উপরে তার পার্শ্বেই, কারণ গাড়ীর ভেতর পেসেঞ্জার, তাদের যাবার পথে নামিয়ে দিয়ে যাবে। রাস্তায় এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা সেও তার গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্য দিকে যাবে। সেই বন্ধু

Scanned By: Sisir Suvro

ওর বোনকে আগে কোন দিন দেখে নাই। দেখতে বেশ সুন্দরী, তাই বলে বসেছে ঃ "আরে লোকমাইনা, খাসা জিনিস দেহি, কইত্তে (কোনখান থেকে) জোটাইলি? আমু নিহি তর লগে? লোকমান ঃ দুর হালা, তর ভাবী না? দোস্ত তখন জিভ কাটে আর বলেঃ থুরী, দোস্ত না জাইনা কইয়া ফালাইছি মনে কিছু করিছনা। আর ভাবী আপনেভি মাপ কইরা দিয়েন। এই বলে গাড়ী হাকিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। তখন বোন বলছেঃ তোবা তোবা মিয়াভাই তুমি এইটা কি কইলা? আমিনা তোমার মায়ের পেটের বইন?"

তখন লোকমান ভাই বলছে– "আরে দুর তুইভি মসকারাটা বুঝলিনা? তুইত আমার বইন আছসই, হেইডা কোন হালার নিবার পারব? মাঝখান দিয়া হালারে দিলাম একটা গোল দিয়া। বুঝলিনা? হালা তোর কাছে মাপ চাইতে দিস পায় না। বোন কইলে হালা এতনা (এত) সরমিন্দা (সরম) অইত? বোন– "তাইলে ঠিক আছে তোমারে ভি মাপ কইরা দিলাম।"

৩৫। এক ভদ্রলোক মাছের বাজারে গেছে মাছ কিনতে। ইলিশ মাছ কিনতে গিয়ে দেখে যে মাছগুলি একটু নরম দেখায় তাই মাছের কানসার ভেতরে হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে শুকে দেখে যে মাছ সত্যি পচে গেছে তাই ভদ্রলোক বলছে ঃ এই মাছ ওয়ালারা তোমার মাছত পঁচা। অমনি মাছ ওয়ালা তার কথার জবাব না দিয়া পাশের মাছ ওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলছে "আবে দেখছসনি মাছের ডাক্তার আইয়া গেছে হালায়" এবং ক্রেতাকে উদ্দেশ্য করে বলে– "এহানে খাড়ায়া (দাড়িয়ে) আমার ব্যবসা খারাপ করবার চান নিহি? (নাকি) যান সাব আমার দোকানের সামনে থিকা যান। আপনের বাড়ীতে গিয়া এউগা (একটা) মাছের ডাক্তারখানা খুইল্লা বহেন গিয়া দরকার লাগলে মাছ লইয়া আপনের ডাক্তারখানা গিয়া দেহাইয়া আমু নি। এখন একটু তফাৎ (দুরে) যান, আল্লাহর ওয়াস্তে।" ভদ্রলোক অগত্যা সরে পরে।।

৩৬। এক ঢাকাইয়া একটা ফৌজদারী মকর্দ্দমায় পরে কোর্টে হাজির হয়েছে। তার কোন উকিল ছিলনা আর মামলাটাও সাধারণ পাঁচ আইনের (Public nuisance Act) তার সাথে ছিল তার এক ভগ্নিপতি। কোর্ট দারোগা নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলছে "আমার নাম হালায় কউলা (কালু)" তার পরের প্রশ্নঃ বাবার নাম কি? কালু তখন (স্বগত) ইছ কাম হারছে, বাপ হালায় নাম কি হালায় এদ্দিন মনে আছে, না কেউ কোন দিন কইছে? পাশে ছিল ভগ্নিপতি

Scanned By: Sisir Suvro

তাকে কেনুই দিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছেঃ আবে হালায় চুপ কইরা খাড়ায়া রইলা ক্যেন? কওনা হালার বাপের নামটা কি? শশুরের নামটাভি জানা নাই, না জানত নিজের নামটাই হালায় কইয়া দেওনা ক্যা? দারোগা বাবু আর হাকিম ছাব দুজনেই হালায় গোল খাইয়া যাইবনি। ভগ্নিপতিকে তাই করতে হল।

হাকিম অপরাধের বিষয় বলে জিজ্ঞাসা করছে "তুমি দোষী না নির্দোষ।" আসামী কালু- আমি হুজুর দোষী না আবার নির্দোষও না। আমার কপাল হালার মন্দ। কেল্লেইগা (কিসের জন্য) গেছিলাম রাস্তার ধারে মুততে (প্রশ্রাব করতে) হুজুর মুতের চাপ সইবার পারি নাই – আমারে মাপ কইরা দেন। লগে (সাথে) টেকাভি নাই।

কথা শুনে হাকিম হেসে দেয় এবং একটা ওয়ারনিং দিয়ে ছেড়ে দেয়।

৩৭। ঢাকার শাখারী পট্টির এক শাখারির ছেলে বহুকাল পরে বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরেছে। বাপ, ছেলে বিদেশে থাকতেই মরে গেছে।

মা ছেলেকে খুব যত্ন করে কাছে বসে খাওয়াচ্ছে। এমন সময় এক যুবতী মেয়ে

Scanned By: Sisir Suvro

সামনের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। এই না দেখে মাকে ইসারা দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেঃ মা ঐটা হালায় কেঠা গেল? মা তখন বলছে ঃ কেনরে কোকা (ছেলে) চিনতে পারতাছস না? ঐটাত তোর ছোট বইন। আমাগো কুকি (মেয়ে)? তখন ছেলে খুব খুশী হয়ে বলছেঃ কুকি? কওকি হালায়? কুকিত হালায় জব্বর (খুব) জুইতের মাগী অইয়া গেছে? আর দেরী করন যাইবনা। জলদি এউগা মরদ যোগার কইরা হালাও। বিয়া দিয়া দেই।

৩৮। বাপের মৃত্যুর পরে দুই ভাই রহম আলী ও কদম আলী বাপের পুরান ঘোরার গাড়ী এবং বংশালে অবস্থিত বাড়ীর মালিক। বড় ভাই রহম আলী একটু বোকা ধরণের। তাই কদম আলী বড় ভাইকে বেশ ঠকিয়ে যাচ্ছে। মায়ের পুরান সোনা গহনাও কদম আলী সবটাই হাতিয়ে নিয়েছে।

এদিকে রহম আলীর স্ত্রী খুব চালাক ও বুদ্ধিমতি কিন্তু হলে কি হবে স্বামীকে বুঝিয়ে উঠতে পারছেনা। তবে সব মানুষেরই ধৈর্যের একটা সীমা থাকে এবং বলতে বলতে একদিন না একদিন ফল হবেই। তাই রোজ রোজ বলার ফলে একদিন সত্যি বড় ভাই ক্ষেপে যায় (সোজা মানুষ ক্ষেপলে যা হয়) এবং চিৎকার করে বলতে থাকেঃ আবে হালার কদমা তুই মার হগগল (সকল) সোনার জিনিস আমারে না জাইনাইয়া লইছস ক্যা? আর বাপের গাড়ীর রোজগার ভিত আমারে ঠিকমত দেছনা। আবে হালার পাইস কি, এ্যা? তরে আমি দেইখ্যা লমুনা। তখন কদম আলী বলছে ঃ "তুমি ভি হালায় বউয়ের কথায় নাচ? তুমি অইলা গিয়া আমার মায়ের পেটের বড় ভাই, তুমি বেকুবের মত কতা কইবানাত কে কইব। তোমার হালায় কবরে গেলেও আক্কল অইব না। ঐ বউয়ের আচল ধইরা আর ভারুয়ামী কইরাই যাইবা।" তখন বড় ভাই আরও ক্ষেপে গিয়ে বলছে "দেখ কদমা ছোট অইয়া তর এত বড় কথা, আমারে ভারুয়া কছ? দেখিস আল্লাহর সইব না।

তখন কদম বলেঃ আরে রাখ রাখ কত দেখলাম। আল্লাহর সইব নাত কি পেট ছুটবনি (পেটের অসুখ)?

Scanned By: Sisir Suvro

৩৯। রিক্সা করে এক ভদ্রলোক শান্তিনগর থেকে যাচ্ছিল ইস্কাটনের দিকে। যেতে যেতে রিক্সা ওয়ালা একটা রাস্তায় মোড় জোরে ঘুরতে যাওয়াতে রিক্সা একটু কাত হয়ে যায় এবং রিক্সারোহী রিক্সা থেকে পড়ে যায়। রিক্সাওয়ালা তারাতারি রিক্সা থামিয়ে বলছে "আরে ছাব আপনে না যাইবেন ইস্কাটনে এহানে নামলেন কেল্লাইগা? যাইবার চান ত আহেন ওঠেন, কি জ্বালায় পরলাম হালায়।"

৪০। একদিন দুই ইয়ার (বন্ধু) বাহাদুরশাহ পার্কে বসে ধুমছে বিড়ি ফুকছে। এমন সময়ে পার্শ্বের রাস্তা দিয়ে দুটি খুব কাল মেয়ে যাচ্ছিল এবং তাদের ঠোটে খুব কড়া লাল রংএর লিপষ্টিক লাগান। তাই এক বন্ধু আর এক বন্ধকে বলছে– "দেখছনি দোস্ত হালায় ঠোটের দিকে চাওন যায় না, লাগে যেন টিক্কায় আগুন জলে।"

৪১। একদিন রাত্রে এক মাতাল খুব করে মদ খেয়ে কলতাবাজার তার নিজের বাড়ী ফিরছিল। কলতাবাজার ঢোকার পথে টলতে টলতে রাস্তার ধারের এক লেম্প পোষ্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এবং মাটিতে পড়ে যায়। মাটি থেকে উঠে লেম্প পোষ্টটাকে জড়িয়ে ধরে বলছেঃ কেন বাবা লেম্প পোষ্ট? তুমি হালায় রোজ থাক রাস্তার কিনারে (ধারে) আইজ (আজ) আবার কেল্লাইগা রাস্তার মাঝখানে আইয়া খাড়াইছ, এ্যা?

তারপর পাড়ার ছেলেরা ধরে নিয়ে বাড়ী পৌছে দেয়।

Scanned By: Sisir Suvro

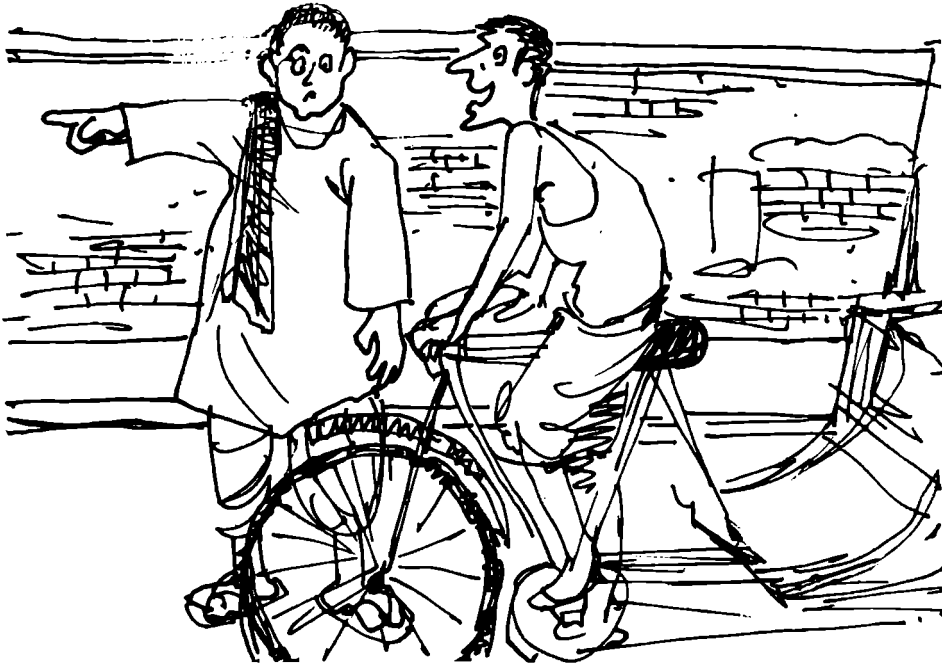

৪২। কলিকাতার এক বাবু ঢাকা এসেছেন বেড়াতে এবং বেশ কিছু দিন ধরেই আছেন। তিনি যাবেন রথখোলা থেকে নবাবপুর রাস্তার শেষ মাথায় রেল লাইনের ধারে। তাই এক রিক্সাওয়ালাকে ধরেছেন ঃ এই রিক্সা যাবে নবাবপুর রাস্তার ঐ মাথায় রেল লাইনের ধারে?

রিক্সাওয়ালা ঃ যামুনা কেল্লাইগা, কত দিবেন? বাবু– তুমি ভাই কত চাও?

রিক্সাওয়লা বুঝে গেছে যে বাইরের লোক তাই বলছে ঃ দিয়েন সাব ১ টাকা। (ভাড়া চার আনার বেশী হয় না)

বাবু ঃ এইটুকুন রাস্তা আর এত ভাড়া চাইছ? আমিত বেশ কিছু দিন ধরে আছি এবং ভাড়াও জানা হয়ে গেছে। এখান থেকে রাস্তার মাথাত দেখা যায় বলতে গেলে, চার আনার বেশী ভাড়া হয় না।

রিক্সাওয়ালা ঃ জব্বর কইছেন বাবু। আরে মশাই এইখান থেইকা আছমানের চাঁদভিত দেখা যায়। যাইবনি কেউ আপনেরে লইয়া চাঁন্দে, চাইর আনায়? আপনে হালায় শিক্ষিত লোক অইয়াভি এমন কথা কন? ভদ্রলোক অন্য রিক্সাডাকে।

Scanned By: Sisir Suvro

৪৩। এক ভদ্রলোক রায়সাহেব বাজার গেছেন এবং মুরগীর ডিম কিনতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ এই মিয়া ডিমে হালী কত?

ডিমওয়ালা ঃ চার আনা হালি। লইয়া যান। খুব বালা আণ্ডা আছে।

ভদ্রলোক ঃ দাম ভাই একটু বেশী চাইচ, তাছাড়া তোমার ডিমগুলিও কিন্তু ছোট। কত হলে দেবে তাই বল।

ডিমওয়ালা ঃ কম অইব না সাব। আপনের কাছেত আণ্ডাগুলি ছোটই দেহাইব, (লোকটা ছিল খুবই লম্বা) আপনে যে দেখবার লাগছেন অনেক উপরথেইক্কা। একটু নীচে নাইম্যা দেহেন তাইলে দেখবেন আণ্ডা বড়ই আছে। লইয়া যান ঠকবেন না হালায়।

৪৪। দুই বন্ধু ঘোড়ার রেস খেলতে গিয়ে একজন বেশ কিছু টাকা জিতেছে এবং অন্য জন অন্য ঘোড়া খেলতে গিয়ে অনেক টাকা হার হয়েছে। তাই তার মন খুব খারাপ। অন্য বন্ধু বলছেঃ আরে মন খারাপ করিছনা, একদিন হারছসত কি অইছে আর একদিন হালায় আবার জিতবি।

হেরে যাওয়া বন্ধু– "নারে আগেভি বহুত টেরাই (ট্রাই) কইরা দেখছি, হালায় আমার কপালটাই খারাপ। তোরা ভাই কপাইলা লোক তগ কতাই আলাদা। ঐ যে কয় না , কপাইলার কপাল, আল্লাহ যারে দেয় ছাপ্পর ফাইরা দেয় আর মুত্তে (প্রশ্রাব করতে) বইয়া ভি আইগা (হেগে) দেয়।"

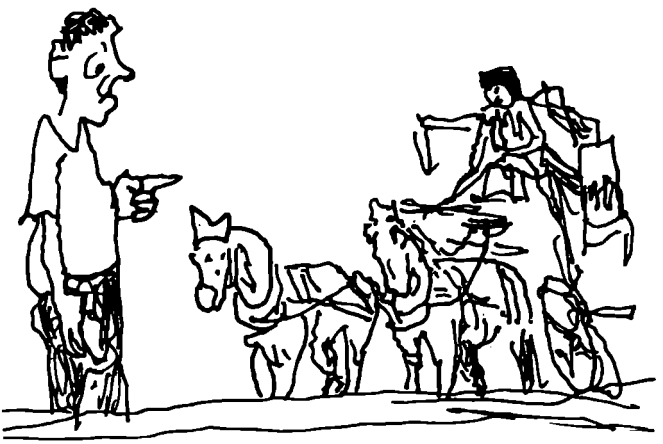

Scanned By: Sisir Suvro

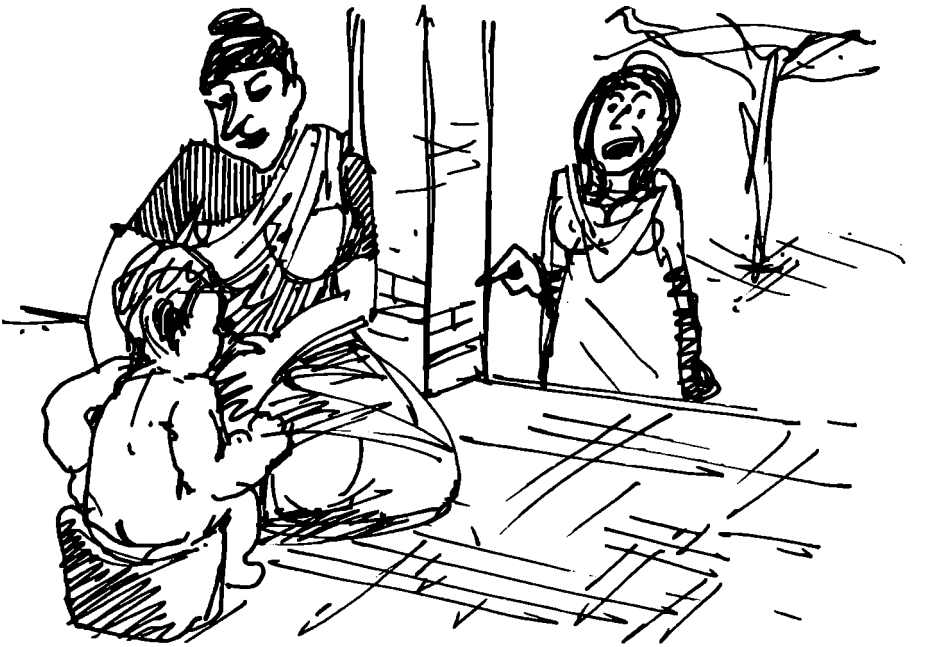

৪৫। বাড়ীর বড় ছেলে বিদেশে চাকরী করে এবং বহু দিন পরে বাড়ি ফিরেছে বউ বাচ্চা নিয়ে। বউ আবার অন্য জেলার মেয়ে এবং বেশ শিক্ষিত। বউ তার ছোট ছেলেকে হাগু করানর জন্য প্যান এ বসিয়েছে, তাই না দেখে বউয়ের ছোট ননদ চেঁচিয়ে তার মাকে ডেকে বলছে ঃ "ওমা দেইখ্যা যাও, ভাবী পোলাডারে তরকারীর পেলার মধ্যে আগতে বহাইছে।"

ভাবী ঃ আরে ভাই তরকারীর পেয়ালা নয়। এটাকে বলে প্যান এবং বাচ্চাদের ঐ কাজ করানর জন্যই তৈরী।

ননদ ঃ হায় কপাল পেলারে কয় প্যান, আমরা বুঝি পেয়ালা চিনি না। তুমি গিয়া প্যান প্যান কর আমাগো কাছে পেয়ালাই ঐটা।

৪৬। এক কসাইয়ের ছেলে আবদুল প্রচুর মদ খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মুকুল সিনেমার (বর্তমানে আজাদ সিনেমা) সামনে। তার এক বন্ধু যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে তাকে দেখেই সে বন্ধুকে ডাকছে চেচিয়ে "আবে ঐ কাউলা, হালায় কই যাইবার লাগাইছস। আবে হোন (শোন), এদিকে আয়। তখন তার বন্ধু কালু কাছে এসে বলছে আবে হালায় গাধার লাহান (মত) চিল্লাস কেল্লাইগা, মাইছে

Scanned By: Sisir Suvro

(লোকে) কি কইব? হালার কোন পেসটিজভি (প্রেসটিজ) নাইক্যা।

কালুর কথা শুনে মনে হয় সেও বেশ কিছুটা মদ খেয়েছে।এবং কথাও একটু জড়িয়ে যাচ্ছে।

আবদুল ঃ আবে হালা, ছিনেমায় যাবি নি?

কালু ঃ নাবে, হালার মন মিজাজ বালা নাই।

আবদুল ঃ তে কই যাইবার লাগাইছস?

কালু ঃ ল যাই আণ্ডাগরের ময়দানে, আধা বোতল আছে ছেছ (শেষ) কইরা দেই।

আবদুল ঃ কাইল হালার কি ঘটনা ঐছে এহানে জানছ?

কালু ঃ ঠিক আছে চল হুনুমনি। এর পরে দুই বন্ধু আণ্ডারঘরের ময়দানে (বাহাদুরশাহ পার্ক) এসে বসেছে এবং কালু মদের বোতল বের করেছে এবং বলে ঃ এইবার কও দোছ (দোস্ত) তোমার ঘটনাটা হালায় কি?

আবদুল ঃ ঐ যে আমাগো মুকুল সিনেমা আছে না? হালায় কাইলভি আইছিলাম ঐহানে। আইয়া দেহি কি, ইস মানুর্ছ আর মানুছ মাইনছের মাতা (মাথা) মাইনছে খায়।

কালু ঃ কেল্লেইগা, কোন হালার নেতাউতা আইছিল নি?

আবদুল ঃ আবে না, তে আমিভি জানতাম না, হালায় ঘটনাটা কি? পাইয়া গোলাম নান্নু ওস্তাগাররে জিগাইলাম- নান্নু ভাই এহানে কি অইবার লাগছে কইবার পার নি? নান্নু কইল হালার দুর্গেস নন্দিনী থিয়েটার অইব, দেখবি নি?

আবদুল ঃ আমি মনে মনে কই— এইটা আবার হালার কোন জাতের? ফিরভি মনে করলাম, যাই হালার দেখ্যাই যাই কোন জাতের এই দুর্গেছ নন্দিনি। কানের মধ্যে আছিল। এউগা শুকি (একসিকি) ঝাড়া দিয়া লইলাম এউগা টিকট। মাইরপিট কইরাত হালায় ভিতরে হান্দাইলাম (ডুকলাম)। হান্দায়া উপড় মিহি (দিকে) চাইয়া দেহি খালি হালার গোল গোল। হের পরে হালার চেয়ার মধ্যে বইলাম জুইত কইরা।

কালু ঃ আবে হালায় দুর্গেস নন্দিনীর কি অইল তাই ক।

Scanned By: Sisir Suvro

আবদুল ঃ পয়লা নম্বর টেরাইজের (স্ট্রেজের) পরদা উঠল। দেহি কি আয়েশা বিবি টেরাইজের মাঝখানে বইয়া গালে হাত দিয়া ভাববার লাগাইছে। এমন ছময় আইল ওছমাইনা ওছমাইনা আইয়াই বিগলাইয়া বিগলাইয়া কইবার লাগাইছে—"দেখ আয়েছা পাছানী (পাষাণী) তর লেইগা আমি কিনা করছি তরে ভালবাইছা (ভালবেসে) হালায় রেশমী চুরী, জলেভাছা ছাবান, ফুল্ললীন তেল কিনা দিছি? আর তুই আমার লগে পেরেম কইরা আবার পর পুরুষের লগে ফুছুর ফাছুর করছ। তর যদি এখন আমি ত্রঙ্গ (অঙ্গ) স্পর্শ করি তুইন কি করবার পারছ? জোর কইরা এমন সময় ঢুকল, কি জানি হালার নাম? মনে অইছে, হালার নাম অইল গিয়া সূর্য সিং। সূর্য সিং ঢুইকাই ওসমাইনার কোসসার মধ্যে দিল এক লাথ। এই পর্যন্ত বলার পরে নেশা বেশ জোর করে বসে। তখন তার কথা গোলমাল হয়ে যায় এবং বলে ঃ যেইনা মারল লাথ। অমনি হালার টেরাইজের সব মানুষ খাড়াইয়া গেল। লাইগা গেল হালার মারদাঙ্গা গোলমাল।

কালু ঃ (কালুর নেশাও ধরে গেছে) তুই হালার বুঝি আয়শা বিবিরে জাবরাইয়া ধরলি?

আবদুল ঃ আবে দুর। এর পরে হালায় বিচার। জজ, বারিষ্টার সব বইয়া পরল। জজসাব জিগাইতাছে সূর্য সিংরে—আবে তর নাম কি?

কালু ঃ সূর্য সিং-ঐ হালারত বাপের ঠিক নাই—হালায় কইল কি?

আবদুল ঃ ঠিকই কইছস, হালা পইরা গেল বিপাকে, মাগার হালার বুদ্ধি আছে, কইয়া বইল, ধর্মাবতার, হুজুর আমার বাপের নাম ভগবান।

জজসাব তখন কয়—এটা কি রকম নাম, কোন ভগবান?

সূর্য সিং ঃ হুজুর ঐ হালায়ইত যত কল কাঠি গুরাইবার লাগাইতাছে। তা নইলে ওসমাইনার লগে আমার কিছক্রতা? ঐত আমার মার পেটের ভাইভি ঐবার পারত। তখন ওসমাইনা সূর্য সিংরে জড়াইয়া ধইরা কয় "আরে তুইত সুরুইজা আমার

Scanned By: Sisir Suvro

মায়ের পেটের ভাইই। হুজুর আমার আর সিকায়াত (অভিযোগ) নাই। আমাগো দুজনেরই মাপ কইরা দেন। আর অয়েছা বিবিভি করল্‌কি-ওসমাইনার গলাজড়াইয়া ধইরা কইল নাথ তুমি ভি আমারে মাপ কইরা দেও। তহন তিন জনাই টেরাইজের থেইক্যা বাইর অইয়া গেল।

কালু ঃ আবদুল, জব্বর হিছটরী (হিষ্ট্রি) হুনাইলি, অর মায়রে বাপ।

৪৭। ঢাকার লোক কল্‌কাতা বেড়াতে গিয়ে ভিকটোরিয়া মেমরিয়ালের ড্রেনে প্রশ্রাব করতে বসেছে। আর যাবে কোথায়? পাঁচ আইনে ধরা পড়ে হাজির হতে হল।

মেজিষ্ট্রেট ঃ তোমার নাম দেলওয়ার, ঠিক আছে? তুমি দোষ করেছ?

দেলোয়ার ঃ না হুজুর আমি বিলকুল নির্দোছ।

মেজিষ্ট্রেট ঃ তুমি ভিক্টোরিয়া মেমেয়িালের ড্রেনে প্রশ্রাব কর নাই?

দেলোয়ার ঃ হ, হুজুর হেইডা ঠিকই করছি। কিন্তুক হুজুর আমি অইলাম গিয়া ঢাকার লোক। বেড়াইতে আইছি কইলকাতা। আপনেই কনত হুজুর এই হালার মোতনের (প্রশ্রাব) লেইগা আবার ফিরা যামু ঢাহা? এটা কোন কতা অইল? আপনেই কয়েন হুজুর। মেজিষ্ট্রেট বুঝতে পেরেছে যে লোকটা অশিক্ষিত এবং নেহাৎ-বেকুফ। তাই মাত্র ২ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেয়।

৪৮। আজ যেটা সোরাওয়র্দ্দি উদ্যান ও শিশুপার্ক সেটাই ছিল ঢাকার রেস কোর্স অর্থাৎ ঘোড় দৌড়ের মাঠ। সেই দিনটিও ছিল শনিবার ঘোড় দৌড়ের দিন। দুই বন্ধু ভোলা ও দুদুমিয়া। দুদুমিয়া একটু বোকা ধরণের আর ভোলা মিয়া চালাক ও চতুর এবং গুলবাজ। ঘোড়ার উপর বাজীধরা নিয়ে খুব গাল গল্প ঝারত এবং বলত-ঃ কত মাইছেরে টিপ দিয়া হালার রেছ জিতাইয়া দিলাম? সেই শনিবার দিন দুই বন্ধু যাচ্ছিল রেস কোর্সে কাছ দিয়ে কিন্তু ভোলা মিয়ার কাছে টাকা ছিল না, ছিল দুদুমিয়ার কাছে। তাই-ভোলা মিয়া দুদুমিয়ার কাছে গুলগল্প মেরে পটিয়ে ঘোড়ার উপড় বাজী ধরতে রাজী করায় । এবং ভোলা মিয়ার কথা মতই একটা ঘোড়ার উপর বেশ কিছু মোটাধরণের টাকার বাজি ধরে টিকেট কেনে।

Scanned By: Sisir Suvro

রেস আরম্ভ হল–বেশ উত্তেজনা, হৈ চৈ এবং ওরা দুজনও খুব উত্তেজিত কিন্তু ভোলামিয়ার টিপের ঘোড়া সব ঘোড়ার পেছনে।

দুদুমিয়ার জীবনের এই প্রথম রেস হেরে গিয়ে দুঃখের চোটে কেদেই ফেলেছে এবং কেদে কেদে বলেঃ

ঐ হালার ভোলা তুই না হালার এছপাট (এক্সপার্ট) ৩য় তোর ঘোড়া হালায় হগ্লের পিছে আইলকেল্লাই। আমার টেকা. ইজ্জুত, দুইই গেল।

ভোলা ঃ আরে দুইদা (দুদু) টেকা তর গেছে ঠিক মগার ইজ্জুত ঠিকই আছে আগারচে (বরং) ইজ্জত আউরভি বাইরা গেছে তর।

দুদু ঃ কেমনে ইজ্জত বাড়ল?

ভোলা ঃ বুঝলি না হালায়। হোন, তরে যে ঘোড়া দিছি হেই ঘোড়া হালার ঘোড়া না–বাঘের বাচ্চা বাঘ দেখলি না পেছনে থাইকা হগ্গল ঘোড়ারে কেইছান দাবড়াইয়া আগে লইয়া গেল? টেকা গেছে গেছে মগার তর আর ঘোড়ার ইজ্জত, হালায় মার কইলাছ।

৪৯। কলতাবাজারে আর লক্ষী বাজারের মাঝামাঝি যায়গায় থাকে ঢাকার আদি বাসিন্দা বসাকরা, একটু নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু এবং এদের পেশা ব্যবসা বিধায় এরা বেশ ধনী। সেখানে বসাকদের একটা পূজার জন্য পাকাঘর ছিল এবং তাতে

Scanned By: Sisir Suvro

বেশ বড় একটি লক্ষী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। প্রতিমার সর্বাঙ্গে ছিল প্রচুর সোনার গহনা।

একদিন রাত্রে সেই সব গহনা চুরী হয়ে যায়। খবর শুনে আমরা সবাই ভোর বেলা দেখতে যাই এবং এতে করে বহু লোকের সমাগম হয়েছে। তখন পুলিশ আফিসার এবং কয়েকজন পুলিশ ও এসে গেছে।

সতীশ নামে এক বসাক ছেলে সবার মধ্যেই বলে বসল– মা লক্ষী তোমাকে প্রেতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠা) করছিলাম আমাগো জানমাল ও ছম্পত্তি রক্ষা করণের লাইগা মগার এহন দেখতাছি যে তুমি হালায় তোমার নিজেরেই রক্ষা করবার পার না, তে আমাগো রক্ষা করবা কেমনে? সতীশের কাকা (চাচা) ওখানেই ছিল সে ধমক দিয়ে বললঃ চুপ কর হারামজাদা, আমাগো মা লক্ষীরে, এত বড় কতা কছ? আভিছাপ লাইগা, তর মুখ পইচা যাইব না? মা লক্ষী, পোলাপান মানুষ ওরে মাপ কইরা দাও মা।

সতীশ ঃ হইছে রাহ আমার মুখ পচাইব কেঠা ? আচ্ছা আপনেরাই কহেন ঃ মা লক্ষীর যদি এতো ক্ষমতাই থাকত তে চোর হালায় যহন মা লক্ষীর গতরখন সোনার জিনিস খুইলা লইতাছিল তখন মা লক্ষী কি করছিল? তখন হালার চোররে ধংস কইরা দিবার পারল না? আর উচিৎ কতা কইলেই বালা মাইছের মুখ পচাইয়া দিব।

দারগা ঃ ঠিক আছে তুমি থাম, আর কথা বল না। আমরা দেখছি কি করা যায়।

সতীশ ঃ হ– মা লক্ষ্মী কিছুই করবার পারবনা। আপনেরাই দেহেন কি করবার পারেন; মগার আমি আইজ থনই হালার নাস্তিক অইয়া গেলাম? বাস দরকার নাই আমার মা লক্ষ্মীর আছির্বাদের।

এই কথা বলে হন হন করে চলে যায় সেখান থেকে।

৫০। যে সময়কার কথা বলছি তখন জিন্দাহার ছিল নিষিদ্ধ পল্লী কিন্তু একটু অভিজাত এলাকা তুলনামুলকভাবে। সেই নিষিদ্ধ পল্লীর গলিতে একরাতে চান্দুমিয়া তার ভাতিজা হাবিবকে দেখতে পায়। বাড়ী এসে সে তার বড় ভাই গণী বেপারীকে বলে, বাই(ভাই) তোমার পোলা হাইব্যা (হাবিব) ছাবালক (সাবালক) অইয়া গেছে। পড়া লেখা করাইয়া কি করবা? এহন এউগা বালা মাইয়া দেইখ্যা পোলারে বিয়া দিয়া দেও।

Scanned By: Sisir Suvro

গণীবেপারী ঃ ক্যা কি অইছে? অর বাপই হালায় এহনতক ছাবালক অইবার পারল না আর পোলা হাইব্যা ছাবালক অইয়া গেল? তুই কইবার চাছ কি, খুইল্যা কনা?

চান্দু ঃ কাইল রাইতে ৮ টার দিকে তোমার ঐ পোলারে দেখালাম জিন্দাবাহার মাগী বাড়ীর গলির মধ্যে। অর সাথে আরবি এউগা পোলা আছিল, মগার চিনবার পারলাম না।

গনীবেপারী ঃ বোলাও হালার পো হালারে জিঙ্গাইয়া দেহি। ছেলেকে ডাকা হল এবং ছেলে এল। আবে কাইল রাইতে কই গেছিলি?

হাবিব ঃ কই যামু আবার, বাড়ীতেইত আছিলাম। ক্যা?

গনীবেপরী ঃ হালার পো হালা আবার মিছাকতা কছ? বাড়ীতে আছিলা? কোন হানে যাও নাই এ্যা? যৈবন (যৌবন) কুড়কুড়ান ছুরু অইছে। জিন্দাবাহার যাওন আরম্ভ করছ? আবার মিছা কতা কও?

হাবিব ঃ দেহ বাপজান তুমি বাপের যাগায় আছ হেইখানেই থাহ মগার গালাগালি করবা না। তোমারে কেঠা কইছে যে আমি জিন্দাবাহার মাগীবাড়ী গেছিলাম?

গনীবেপারী ঃ ক্যা, তোর চান্দু চাচা তরে জিন্দাবাহারের রাস্তায় দেহে নাই?

হাবিব ঃ এই কতা? তোমার বাই (ভাই) ফেরেস্তা, তোমার কাছে হাউকারী করবার চায়। তোমার বাই জিন্দাবাহার মাগীবাড়ী গেছিল ক্যা?

গনীবেপারী ঃ তরে কেঠা কইল চান্দু মাগীবাড়ী গেছিল?

হাবিব ঃ তোমার মগজের ভিতরে হালার কিছু নাই – তুমি এইটা বুঝপার পারনা যে চান্দু চাচা যদি জিন্দাবাহার নাই যাইবতো আমারে দেখাল কেমনে? আর এউগা কতা – জিন্দাবাহারের রাস্তা দিয়া যাওন মানা আছে নি? আমিত ইছলামপুর থন ঐ রাস্তা দিয়া নয়া বাজার আমার দোস্তের কাছে যাইবার লাগছিলাম কিন্তুক তোমার বাইত হালার আসলেই জিন্দাবাহার গেছিল মাগীর লেইগ্যা. ... আমার নামে নালিছ করবার গেছে? জিগাও তোমার ভাইরে কেন গেছিল জিন্দাবাহার?

Scanned By: Sisir Suvro

গনীবেপারী ঃ তুইত লাগে ঠিকই কইছস। বোলা হালার চান্দুরে । অর পাছায় এউগা লাথ দিয়া জিঙ্গাই ওই মাগীপাড়ায় গেছিল ক্যা?

৫১। একটি ছোট সত্যি ঘটনা এবং সেটা আমার একটা জিনিষ নিয়েই। এর জন্য একটু ছোট ভূমিকার ও প্রয়োজন আছে।

ঢাকার মাজেদ সরদার (মরহুম) খেলাধুলায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঢাকার খেলাধুলা প্রসারে, বিশেষ করে ফুটবল খেলা প্রসারে, তার অবদান অনস্বীকার্য। সেই খেলাধুলার কারণেই আমার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। তিনি বয়সের দিক দিয়ে আমার চাইতে অনেক বড় সেই হেতু তিনি আমাকে সত্যিকার অর্থে যথেষ্ট স্নেহ করতেন।

ষ্টেডিয়াম অঙ্গন থেকেই আমার একটি বেশ পুরান অথচ দামী জাইছ – আইকন ক্যামেরা চুরী হয়ে যায়। বেশ কিছু দিন পরে আবার সেই ক্যামেরার সন্ধান পাই এক দোকানে এবং সেই দোকান সরদার সাহেবের বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে। আমি দোকানদারকে বলতে সে আমার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল এবং ক্যামেরার নম্বর দাবী করে বসল। তার, সঙ্গত কারণেই ধারণা ছিল যে, এত দিনের পুরাণ ক্যামেরার নম্বর দেওয়া সম্ভব না। এবং নং সত্যিই আমার মনে ছিল না। বেকায়দায় পরে গেলাম এবং দোকানদার বলে– আরে সাহেব দেখতে এক রকম বা এক কোম্পনীর ক্যামেরা হইলেই–সেটা আপনের ক্যামেরা অইয়া যাইব?

বিষয়টা আমি শেষ পর্যন্ত মাজেদ সরদারের কাছে বললাম। মাজেদ সরকদর বলল ঃ এই একটা পয়েন্টেই জারাছা গোলমাইল্যা আছে, মাগার যাইব কই হালায়–আপনে কি মিছাকতা কইবেন নি? ঐ হালায় প্যাচ মাইরা বাচবার পারবনা। আমি বল্লাম–তা ঠিক কিন্তু দোকানদারটি যেমন বেয়ারা দেখলাম তাতে অই নম্বরের বিষয়টা নিয়েই সে জোর দিবে এবং আপনার কথাও হায়ত মানবে না। (এই মানবে না কথাটা বললাম শুধু সরদার সাহেবকে একটু উস্কিয়ে দিতে) কাজও হল এবং অমনি মাজেদ সরদার বলে বসল ঃ আরে রাহেনছাব আমার জীবনে হালায় কত বড় বড় ফোড়া অপারেশান কইরা দিলাম? আর আপনের এই কামগাত হালায় ঘামাছির ছামিল। আপনেরে এহনই দেহাইতাছি। ঐ–বেটা হিরা যা ঐ বেটা দোকানদাররে গিয়া ক যে,সরদার তোমারে এক্ষনি যাইবার কইছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে দোকানদার এল এবং কোন ভনিতা না করে সোজা সোজি

Scanned By: Sisir Suvro

মাজেদ সরকার তাকে বলল: দেহ মিয়া এই যে আমার লগে বহা–করিমছাব–মেজিট্রেট, তার চুরী যাঅইন্না ক্যামেরা তোমার দোকানে। যাও ক্যামেরাটা আইন্যা দেও। দোকানদার কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সরদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দেয় এবং বলে: আরে মিয়া আমার ছোজাকতা ক্যামেরাটা লইয়া আহ, আর বিটলামি করলে তোমারে হালায় এই হান হনেই ছিড়ি ঘড়ে (শ্রীঘরে – অর্থাৎ জেল) পাঠাইয়া–দিমু। যাও এক্ষণ ক্যামেরা লইয়া আইবা। যেমন কথা তেমনী কাজ ক্যামেরা এসে গেল ১০ মিনিটের মধ্যে । সমস্যার প্রকার ভেদের সঙ্গে সরদার সাহেবের এই ফোড়া ও ঘামছির মিশাল আমি ভুলিনি।

৫২। এক সময় কলকাতা মোহামেডান স্পোরটিং ক্লাবের ভীষণ নাম–কাম। এই ধরুণ ১৯৩৪–৩৮ সালের কথা। রহিম, রহমত, হাফেজ বসিদ ছিল একজুটি। আর ব্যাকে খেলত জুম্মা খাঁন, বিশাল দেহী হলেও কোন দিন ফাউল করতে দেখা যায় নাই। এই জুম্মাখানকে নিয়ে ঢাকাইয়াদের মধ্যে একটা বিশেষ আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা।

একদিন এক ঢাকাই কুট্টি তার বন্ধুদের বলছে–আরে কইলকাতার মোহামেডানের যে এউগা প্লেয়ার আছে হের খেলা দেখছস? সকলে বলছে–না

Scanned By: Sisir Suvro

হালায় দেহি নাই। একজন বলে ঃ

তুই দেখছস? তখন সেই কুট্টি বলছে –হ দেখছিলাম হালায় একবার। জানস্ জুম্মা খাঁ হালায় বলে (ফুটবলে) লাথ মারলে, হেই বল আছমানে গিয়া হালায় লম্মা অইয়া যাইত। হালার জুম্মা খাঁনের লাথির জোর দেখলে তাজ্জুব বইনা যাওন লাগে।

৫৩। এক ঢাকাইয়া কিছু খাবার জিনিষ বেচতে বসেছে, মাছ-তরকারী বাজারের কাছে রাস্তার ধারে। খাবার জিনিষে উপর প্রচুর মাছি বসে গেছে এবং ঐ দোকানীকে উদ্দেশ করে এক ভদ্রলোক বলছে-দেখতে পাচ্ছনা খাবার জিনিষে কত মাছি বসেছে? মাছি তাড়াতে পার না, খাবার ঢেকে রাখতে পারনা? তোমার বিরুদ্ধেত কেছ হয়ে যাবে।

দোকানী ঃ কেল্লাইগা আমার উপড়ে কেছ অইব? কেছ অইলেত ঐ হালার মাছিরপোর বিরুদ্ধে অহন (হওয়া) লাগে। হালার মাছিরে কত কইবার লাগাহি মগার লরবারই চায় না। আপনে সরকারী মানুছ আছেন মনে অইতাছে। আপনে জারাছা কইয়া দেহেন না- আপনের ডরে যাইবার ভি-পারে। না যায় দেন হালার মামলা ঠুইকা।

Scanned By: Sisir Suvro

১৪। খুব মোটা এক ভদ্রলোক ট্রেনে চেপে ঢাকা ফুলবাড়িয়া ষ্টেশন থেকে ময়মনসিংহ যাবে। খুব গরম পরেছে এবং ট্রেন ছাড়তেও বেশ দেরী। এমন সময় এক পাখাওয়ালা এসে হাজির। দামাদামী করে একআনা দিয়ে একটা বেশ বড় পাখা নিয়েছেন।

কিন্তু পাখা হাতে নিয়ে দেখছে যে পাখাটা বড় নাজুক-পাখার ডাট নরভড় করছে। তখন ভদ্রলোক বলছে-হে ভাই তোমার পাখা ভাল না। এই পাখা দিয়া বাতাস খাওয়া যাবে না, পাখা ভেঙ্গে যাবে।

পাখা ওয়ালা-আপনে এক আনার পাখা আর কত বালা চান? আপনে ভিত এর মাজেদা (কৌশল) বোঝেন না। আপনের কাম অইল পাংখা টাইট কইরা ধইরা রাখন আর এই মাথাখন ঐ মাথা খালি আপনের মাথা হিলাইবেন, দশবছরেও আপনের পাংখা ভাংত না।

Scanned By: Sisir Suvro

কুলসুম মিয়াচান সমাচার

করম আলী গারওয়ানের অবস্থা ফিরে গেছে-এখন সে নিজে আর ঘোড়ার গাড়ী চালায় না। কিন্তু তাই বলে ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবসা ছারে নাই। এটা তার পৈতৃক ব্যবসা, তবে এখন আর তাকে কেউ গারওয়ান বলতে পারে না। তার বেতন করা গারওয়ান আছে এবং সেই গারওয়ানের সহকারীও আছে। এখন মহল্লার লোক করম আলীকে বেপারী বলেই ডাকে। বর্তমানে তার গাড়ী যে চালায় তার নাম সোনামিয়া। মিয়াচান ঘোড়া দেখাশুনা করে। মিয়াচান থাকে করম বেপারীর বাড়িতেই বাইরের ঘরে। মিয়াচানের উঠতি যৌবন এবং খুব স্বাস্থ্যবান। দেখতে শুনতে মোটামুটি ভাল। সে কেবল ঘোড়াগুলির দেখাশুনাই করে না বেপারীর বাড়ীর কাজ কামও কিছু কিছু করে দেয়। এবং এখন সে বলতে গেলে করম বেপারীর বাড়ীর লোক হয়ে গেছে। করম আলী বেপারীর দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলেদের বিয়ে সাদী হয়ে গেছে এবং তারা বেপারীর অল্পকাল আগের দেওয়া চক বাজারে ভূষী মালের পাইকারী দোকানের দেখা শোনা করে। তারা দুই ভাই সকালে বাড়ীথেকে বেড় হয়ে যায় আর বাড়ী ফেরে সেই অনেক রাতে। বেপারীও মাগরেবের নামাযের পরে একবার করে দোকানে যায় হিসাব দেখা ও টাকা করি আনার জন্য। এবং সেও ছেলেদের সঙ্গেই বাড়ী ফিরে। তার একমাত্র মেয়ে কুলসুম কিশোরী এবং খুব সুন্দরী, ঘরেই বাংলা ও আরবী পড়ে মছজিদের মৌলবী সাহেবের কাছে।

মিয়াচানের নাস্তাও খাবার দেয় বাড়ীর মামা (চাকরানীকে মামা বলা হয়) পরীর মা। মাঝে মধ্যে অবশ্য কুলসুমও খাবার দিয়ে যায়। মিয়াচান কুলসুমেরে ভালবাইসা ফালাইছে। তার এখন মন পইরা থাকে কলসুমের জন্য। মিয়াচান আস্তাবলে কাজ করছে। এমন সময় আসে সোনা মিয়া গারওয়ান।

সোনামিয়া ঃ আবে অই চান্দের পো—মিয়াচান হুনছন নি?

মিয়াচান ঃ মরজ্বালা হালায় না কইতেই হুনমু নিহি?

সোনামিয়া ঃ জিগাইতাছি, কি করবার লাগাইছস?

মিয়া চান ঃ কেল্লেইগা দেখবার পারতাছ না, হালায় ঘোড়ার হোগায় বুরুছ মারতাছি।

Scanned By: Sisir Suvro

মোনামিয়া ঃ আমি জিংগাই ছকাল বেলা চানা-ছোলা খাওয়াই ছস নি বোবা জানওয়ার গুলিরে?

মিয়াচান ঃ আবে হক্কাল বেলা (সকাল বেলা) ছোলা আর হোগায় (পাছায়) বুরুছ না মারলে ঘোড়া হালার চাঙ্গা অহেনি। তোমার হোগায় ভি বুরুছ মারন লাগবনী। তোমারে ভি চাঙ্গা করনের লাইগা – ওস্তাগার।

সোনা মিয়া ঃ আবে হালায় ওস্তাগার কারে কছ?

মিয়াচান ঃ থুরী থুরী হালায় ভুল অইয়া গেছে। মাগার বিলকুল ভুল অহে নাইক্যা। তুমিভি একদিন হালায় আমাগো বেপারীর মত জাতে উইঠা যাইবা।

সোনা মিয়া ঃ জব্বর পেছাল পারন হিকছস (শিখেছস) দিমুনী পাছার মধ্যে এউগা লাথ (লাথি)। আবে তরে জিংগাই চানা ভাল কইরা ভিজাইছিলিত?

মিয়াচান ঃ ভিজাই নাই আবার? হালায় বিজা অক্করে ঘুগনী দানার মত অইছিল, আর ঘোড়া হালার খাইয়া জরুর মনে অইছে যে ইসলামপুরের ছল্লুল দোকানের মালাইকারী খাইতাছে? খাইবা নি তুমিভি? দিমু দুগা?

সোনামিয়া ঃ মরজ্বালা হালার চিকনাই দেহ না? আবে ঘোড়া বাইর কর, আমি দোকান থেইকা চা আর কিছু খাইয়া আহি গিয়া। ফুলবাইরা ইষ্টিশনের বিহানের ক্ষেপটা মারন লাগব।

মিয়াচান ঃ বুঝছি ভাবী আইজকা তোমারে পেদানী দিছে বুঝি? যাও খাইয়া আহ হালায়। আমিভি দুগা খাইয়া লই। কই গেলা পরীর মা চা উ দিবা নি? পেটে হালায় খিল ধইরা গেছে। পেটে কি হালায় পথর বাইন্দা থাকুম নি?

একটু পরে পরীর মা চা নিয়ে আসে বলে— এই নেও খাঁও

মিয়াচান ঃ কি আনছ দেহি। ইস, আইজ আমার কপালের নাম গোপাল-বাখরখানী আর মুরগীর ছালন ভি। অন্য দিনত হালায় কপালে করল্লা ভাজা বিচি ঘজ ঘজ-চা আর তেনাইন্না মুরী।

পরীর মা ঃ কাইলকা বেপারী ছাবের বিয়াই বাড়ীথন বেড়াইবার আই ছিল। হেগ লাইগা মেলাই মুরগী জবাই অইছিল। বহুত গোস্ত

Scanned By: Sisir Suvro

আইজ ছকালের লেইগাভি রইয়া গেছে। হেল্লেগাই পাইলা।

মিয়াচান ঃ (খেতে খেতে) আচ্ছা মামা (সেই কালে কাজের মেয়ে লোকদের মামা বলা হত) কও দেহি এই বাড়ীর মুরগী কি হালায় বুকদিয়া হাটে?

পরীর মা ঃ কেল্লেইগা এই কতা কও। মুরগী কি আবার বুক দিয়া হাটে নি?

মিয়াচান ঃ না, যে পাত্ত দিয়া হাটে হেই পাও কই? আছে দেহি খালি বাটিভরা হাড্ডি, তাই কইলাম।

পরীর মা ঃ অ মুরগীর রান পাও নাই-এল্লেইগা? ইস্ আমাগ সোহাগের জামাইরে। হেরে দেওন লাগব মুরগীর ঠেং? মাগো মা (বলে মুখ ঝামটা দিয়ে চলে যায়)

মিয়াচান ঃ হ তুমিত কইবাই। হালার চুরী কইরা খাইয়া খাইয়া পাছায় ত হালায় চর্বি জমাইয়া হালাইছ। দেহ না হালার, বুইরামাগী খেমটা ওয়ালীগ মত পাছা হিলাইয়া যাইবার লাগছে। লাগে যেন হালায় – দেরটাকা পাচ্ছিকা, দেরটাকা পাচ্ছিকা, ওঠে আর নামে।

কয়েক দিন পরের কথা কুলসুম নিজে নাস্তা নিয়ে আসে। এর মধ্যে কুলসুমও মিয়াচানরে মন দিয়া ফালাইছে।

মিয়াচান ঃ (কুলসুমকে দেখে) কেঠা, ইস হালায় আমার কুলসুম আইছ নি আইজ। সুরুজ (সূর্য) আইজ কোন দিক দিয়া উঠছে?

কুলসুম ঃ রাখ, আর দিললাগী কারণ লাগব না।

মিয়াচান ঃ তুমি আমার দিলের কথা বুঝবা কি? তোমারে কয়দিন না দেইখা আমার জিগার (জীবন) হুকাইয়া কাঠ অইয়া গেছে।

কুলসুম ঃ আস্তে কও, বাপ জান হুনবার পাইব কইল।

মিয়াচান ঃ তোমার বাপজান হুনলে কি অইব? আমার জান কবচ করব নি? তাই সই কুলসুমরে তুইত আগেই আমার জিগরে মহব্বতের চাক্কু মাইরা দিছস। তরে ছাড়া আমার কইলজা জার জার অইয়া যাইতাছে। তরে না পাইলে আমি বাচুম কেমনে?

Scanned By: Sisir Suvro

কুলসুম ঃ যাও। আর বাড়াইয়া কইতে অইবনা–বুজছি (বুঝেছি)। তোমার লেইগা আমারভি বুঝি মন পোরে না? জান, আইজ তোমার লেইগা নিজের হাতে আমি পরটা বানাইয়া আনছি।

দিলচান ঃ হাচাই (সত্যিই) আমার দিলের জান? এল্লেগাইত কই, এহন আমি মইরাভি যাইবার পারি তরলেইগা।

কুলসুম ঃ বালাই ষাট। এমন কতা কইবানা।

মিয়াচান ঃ আচ্ছা আমার কুলসুম, হাচা (সত্যি) কইরা কওনা, তুমি আমারে কতহানী বালবাছ। রাইতে আমারে হপন (স্বপ্ন) দেহ? আমি কইল (কিন্তু) তোমারে পেরাই (প্রায়ই) হপনে দেহি।

কুলসুম ঃ আমিও দেহি।

মিয়াচান ঃ হায়রে হামার কলিজার টুকরা, জানের জান, (বলে জড়িয়ে ধরে)।

কুলসুম ঃ হায় হায়, করকি? বেসরম কাহিকা। ছাড় ছাড়। আমি কইল তাইলে আর আহুম না।

মিয়াচান ঃ (ছেরে দিয়ে) বুজছি তুমি আমার কইলজাটারে ফালা ফালা কইরা জ্বালাইবা। তর লাইগা বেপারীর লাত জুতা খাইয়াভি এহানে পইরা রইছি। রাইত জ্বালাটা আউর ভি বেশী কইরা অহে। বুকে আমার হালার দোজখের আগুন জ্বলে। কতদিন জ্বলতে অইব আল্লাই জানে।

কুলসুম ঃ তুমি এত কতা ভি জান? আমারে ভি এইসব বেশী কইরা কইয়া পুইরা মারতাছ। এহন নাস্তা খাও দেহি? জলদি খাও। আমার আবার তারা তারি যাওন লাগব। বাপজান আবার সন্দেহ কইরা বইব। আইজ আবার মৌলবী সাবের পড়াইতে আইবার দিন।

মিয়াচান ঃ আমার ভি ঐ হালা সোনা মিয়ার লগে আইজ টিপে (ট্রিপে) যাওন লাগব। পড় পড় মৌলবী সাবের কাছে বালা কইরা পড়। মগার দেইখ ঐ হালা মৌলবীভি বেশী জুইতের মানুষ না। হালায় পড়াইতে পড়াইতে না আবার হাতউত মাইরা বহে, চুমা উমা খাইবার চায়?

Scanned By: Sisir Suvro

কুলসুম ঃ কি কইলা? যাও তোমার লগে আর কোন কতাই নাইক্কা (বলে রাগকরে চলে যাচ্ছিল)

মিয়াচান ঃ (হাত ধরে) আরে আমার কুলসুম সোনা, বাসন লইয়া যাও। আর কমু না।

কুলসুম ঃ (ঝাটকা দিয়া হাত ছাড়াইয়া একটু দুরে গিয়া বলে) মামা আইয়া বাসন লইয়া যাইবনি।

মিয়াচান ঃ এই বাসন লইয়া যাও, আমার খাওয়া অইয়া গেছে। আর দেহ তোমার লাইগা কি আনছি। কাইল মার্কেটখে তোমার লইগ্যা রেশমী চুরী আর লাল ফিতা আনছি। দুর হালায় গেলগা। ঠিক আছে যোয়ান ছেরী যাইব আর কোন চুলায়-আহন লাগবই। আমি ভি মইজা গেছি তুই ভি গেছস। এই বার আইলে ধইরা হালায় লাইলী মজনুর লাহান এউগা চুমা খাইয়া জিনিষগুলি দিলেই অইব।

সোনামিয়া ঃ আবে ঐ ছেরা বিড় বিড় কইরা হালায় কি কইবার লাগাইছস? কামে যাওন লাগব না? নিজেত হালায় হাসের (হাঁস) লাহান কত কত কইরা কতটি হান্দাইছ। ঘোড়াগুলিরে খাওয়াইয়া ঠিক করছ নি?

মিয়াচান ঃ হ ছব ঠিক আছে। তয় তুমি হালায় আর আমার দুখের কতা বুঝবা কি? তোমার ত হালায় যোয়ান খবসুরত বিবি আছে ঘরে। হারা রাইত বুকের মধ্যে লইয়া হুইয়া থাক, পেয়ার কর মহব্বত কর। আর আমি হালার হাবিয়া দোজখে জইলা মরতাছি।

সোনামিয়া ঃ আল্লাহ কি কসম? নয়াব ছলিমুল্লার ভাতিজার আইজ খুব জবান খুলছে দেহি। আমিত হালায় বুজবার পারি নাইক্কা যে আমাগো সোনার চান মিয়াচান পুরা বালেগ (পূর্ণ যৌবন) অইয়া গেছে।

মিয়াচান ঃ ক্যা? আমরা হালায় জেন্দেগিভর নাবালগ, আর খাসী অইয়া থাকমুনি? আর তোমরাই খালি মৌজ করবা। বৌ থাকতে ভিত তুমি হালায় আবার পরীর মার লগে এথিউথি কর। সবইত জানি হালায়।

Scanned By: Sisir Suvro

সোনামিয়া ঃ আবে হালার মহ্বতের বইলগাড়ী (গরু গাড়ী) এই বয়সে এতই যদি জোয়নকীর সুরসুরী উইঠা গিয়া থাহে, তে যাওনা হালার ঐ কান্দুপট্টি (বেশ্যাপাড়া) তোমার গালে চুমা খাওনের লাইগা বইয়া রইছে হেরা (তারা) যাও, গরম কমাইয়া আহ গিয়া, কেডা না করছে?

মিয়াচান ঃ দেহ সোনা ভাই বেশী বিটলামি করবানা কইল-মন মিজাজ আইজ বালা নাইক্কা।

সোনামিয়া ঃ ঠিক আছে ঘরেই যহন অক্করে খাসা জুইতের মাল মজুদ আছে তোমার, আর কান্দু পট্টি যাইয়া কাম নাই। তে, আমাগভি হুংতে দিও (শুকতে দিও)

মিয়াচান ঃ দেহ তোমারে হালায় বড় ভাইর মত মানি, মগার তুমি যদি এই সব ইঙ্গিত উঙ্গিত আবার করছ, তাইলে কিন্তু তোমার ইজ্জতের উপরে বাটখারা (ওজন করার পাথর) পরব।

সোনামিয়া ঃ আবে গোস্বা করিছ না-হালায় মছকরা ভি বোজছনা। চল জলদি, আর সময় নাই। আইজকার ক্ষেপ কইল বহুতদুরের-নরায়ণগঞ্জের টান বাজার। ঐ হালার আমগো মহাজন করম গারীওয়ালা, থুড়ি, করম বেপারী, আগাম ভাড়া লইয়া লইছে। হালার পুতে কম ছিয়ানা (সিয়ানা) মনে করছস? তরত আবার হালায় শ্বশুর লাগে।

মিয়াচান ঃ চানা খিলাইয়া ঘোড়ার পাছায় যে দলনী মলিনী করছিনা-দেইহনি আইজ ঘোড়া হালায় কেমন দুলকি চালে চলে।

সোনামিয়া ঃ ল যাই, ঘোড়া জুইরা হালা, আর দেরী করন যাইব না।

মিয়াচান ঃ (আস্তাবলে ঘোড়া টেনে বেড় করছে) হালারপু হালা ঘোড়া বাইর অইবার চাও না ক্যা? চানাবুট খাইছত এক গামলা। এহন হালায় আবার ঐ ফিরিঙ্গি সিপাইগ লাহান পিছে হাটবার লাগাইছ কিল্লাই? হাট্, আয় তর মায়েরে বাপ। আয়, আইজ বেশী কইরা চানা খাওন হোগা দিয়া বাইর অইবনি।

একটু পরে গাড়ী ছেড়ে দেয়। গাড়ী চলছে উপরে সোনা মিয়ার পাশে মিয়াচান।

Scanned By: Sisir Suvro

সোনামিয়া ঃ তুই ঠিকই কইছস মিয়াচান। দেখছসনি গোয়া উচাইয়া দুল দুল ঘোড়ার লাহান কেমন দুলকি চালে যাইবার লাগাইছে।

মিয়াচান ঃ হ, তোমার পরীর মার দুলকি চালের লাহানই দেরটাকা পাশ্বিকা। হালার গোয়া ভি বানাইছে একখান, হালায় ঐ পরীর মা।

সোনামিয়া ঃ আবে হালার আমার মালের উপর ভি নজর লাগাইছস, মাখখ্‌ন চুসের পো।

মিয়াচান ঃ না ওস্তাদ, এমনি হালার এউগা মিশাল দিলাম, আমাগো এই পক্ষিরাজ ঘোড়ার লগে। তুমি হালায় জেহানে আত লাগাইছ, হেইখানে কও দেহি আমি যাইবার পারি? ঐ রহম মাগীরে সামাল দেওন আমার কাম নিহি। আমি হালায় জইলা পুইরা মরতাছি–আমার ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগবনী, আল্লাই জানে?

সোনামিয়া ঃ মিয়াচান, তরে এউগা কতা জিংগাই, হাচা হাচা (সত্য সত্য) উত্তর দিবি।

মিয়াচান ঃ কওনা হালায় কি কইবার চাও?

সোনামিয়া ঃ আমাগো বেপারীর মাইয়াগাত হালায় জব্বর খবসুরাত, আউর লাগে জোয়ানকিভি ঠেইলা উঠবার লাগাইছে। তুইত লাইন লাগাইছস আর মাইয়া ভি তরে চায়। তর লাইগা এক রকম লায় লোট; এহন হাচাকইরা ক দেহি তুই বিয়া করবার চাছ? না হালায় ছেরেফ কাম বাগাইবার তালে আছস?

মিয়াচান ঃ তোমারে এতছব কতা কেডা কইছে? পরীর মা?

সোনামিয়া ঃ ধর পরীর মাই কইছে। মগর আমি তর কাছে হুনবার চাই হাচা কতাটা। আমারে বিশ্বাস করলে তর বালাই অইব।

মিয়াচান ঃ সোনা ভাই, তুমি ঠিকই হুনছ। অর লেইগা আমার জান মাল সব হালায় কোরবান, অরে ছাড়া আমি বাচমু না; অরে হাচাই আমি বিয়া করবার চাই। মগার বেপারী হালায় যে কমিনা আর খব্বিশ। আমারে এউগা রাস্তা বাতলাইয়া দেও।

সোনামিয়া ঃ ঠিক কইরা কইছ কিন্তু। আর যদি খালি এথি উথি কইরা লাইন লাগায়া কারবার ছারবার চাছ, তে হালায় আমাগোভি

Scanned By: Sisir Suvro

ভাগ দেওন লাগব।

মিয়াচান ঃ (ক্ষেপে গিয়ে) কি কইলা? তুমি হালার এত বড় খব্বিস আর বেইমান?

সোনামিয়া ঃ আবে দুর তরলগে একটু মসকরা করলাম। তুই হাচাই দিল দিয়া দিছস? বিয়া করবি কুলসুমরে?

মিয়াচান ঃ হ সোনা ভাই, অরে আমি ছাদি করবার চাই। তুমি যা করতে কইবা তাই করমু। এহন তুমি কও কি করমু? ঐ হালা বেপারী এহন মনে করে যে হালায় জাতে উইঠা গেছে-এহন আমার মত মাইনছের কাছে ওর মাইয়া বিয়া দিবার চাইব না। আমারে মনে করে ঘরের নওকর (চাকর) আর অর পোলাগুলি হালায় আউরভি খচ্চর। ওস্তাদ তোমার পা ছুইয়া কছম খাইতাছি আমি হালার পাগল অইয়া যামু। এউগা পথ বাৎলাইয়া দেও, জেন্দিগিভর তোমার গোলাম অইয়া থাকুম।

সোনামিয়া ঃ হ, হালায় গোলাম অইয়া থাকবানা। বিয়া করবার পারলে তুইভিত হালার জাতে উইঠা যাইবি। রাখ ঐ সব কতা। ঘাবরাইছনা। এরথন কত জটিল কাম, কত বড় অপারেছান (অপারেশান) কইরা কামিয়াব অইয়া গেছি আর তর এইটাত আমার কাছে ঘামাছির ছামিল। বেপারী হালায় আমার মত গারওয়ান আছিল না? মহল্লার হক্কলেই জানে। তর কাছে মাইয়া দিব না ক্যা? তরে মাইয়া দিলে ত ঐ হালারই লাভ। একজন কামের মানুষ ভি পাইল আবার বিনা খরচায় মাইয়াঢা পারভি অইল। দেহিছ ঠিকই তরে ঘরজামাই কইরা লইব। তুইত হালায় খবসুরতভি কমনা। বেপারী হালায় কঞ্জুছ (কৃপন) কত জানস? ঐ নিজের পোলা দুইটারে ভি বিশ্বাছ (বিশ্বাস) করে না। দেহছনা এই বুইরা বয়ছে রোজ ভূষির দোকানে যাইব হিসাব কইরা টেকা আনতে। হালার হাত দিয়া এউগা পায়ছাভি গলে না। আমারত লাগে মনে মনে হালায় অরে পছন্দ (পছন্দ) করে।

মিয়াচান ঃ না সোনা ভাই। ঐ হালা মতলববাজ, তে কুলসুমের মা আমারে আদর করে। এটা বুঝার পারি।

Scanned By: Sisir Suvro

সোনামিয়া ঃ হুন, ঐ যে মসজিদের মৌলভি হালায় আছেনা। পয়লা অরে ধর। চল একদিন আমি ভি যামুনি তর লগে। মলভী ছাবরে যদি কোন রহমে রাজী করান যায় তে মনে কর হালায় বার আনা কাম অইয়া গেছে। মলভি ছাবরে বেপারী হালায় জব্বর মানে।

মিয়াচান ঃ হাচাই যাইবা মৌলভী ছাবের কাছে আমারে লইয়া–ইমানে? দেহি দেহি তোমার পায়ে আগাম এউগা কদমবুছি কইরা লই (এই বলে সত্যি সত্যি কদমবুছি করে)।

সোনামিয়া ঃ আরে করছ কি? হালার পো হাল্লা মামদার পুত করতাছস কি? আমারে ভি গোনাগার বানায়া হাবিয়া দোযখে পাঠাবিনি? রাখ হালার মামদর পো, বেহুস অবি না। মৌলভী ছাব কইছে মাইনছের পায়ের মধ্যে মাথা নিচা কইরা মুখ লাগান খুব গোনার কাম। দেমাগছে কাম বানান লাগব। কুলসুম ছেমরির লগে জোরছে দিল লাগা আর এমন সব মহব্বতের বুলি ঝারবি যাতে ছেমরি লায়লোট অইয়া হালার পাগল অইয়া যায়। একদম টাইট বুজলি, দেখবি ঐ ছেড়িই অর মায়েরে পটায়া ফ্যালাইব

পরের দিন আবার নাস্তা নিয়া কুলসুমই আসে।

মিয়াচান ঃ হায় মেরে জান, কলিজাকা টুকরা। আইজ আমার মনই কইবার লাগছিল যে নাস্তা লইয়া আইজভি কলিজার টুকরা আইব। কি আনছ দেহি?

কুলসুম ঃ এই লও, দেহ–খাও।

মিয়াচান ঃ ইস হালায়, আইজভি মোগলাই নাস্তা? তুমি যেদিন আহ হেইদিনই বালা নাস্তা হেই লগে আমার কলিজা ভি ঠান্ডা অহে। পরীর মা মাগি এর আগে কয়দিন খালি চা আর মুরী, আবার মুরী ভি হালায় পেরায়ই (প্রায়ই) থাকত তেনাইনা। মাগীরে কিছু কওন যায় না। ঝামটা দিয়া গোয়া নাচাইতে নাচাইতে যায় গিয়া। মাগির ঠমক দেখলে গা জ্বালা করে হালায়।

কুলসুম ঃ ছিঃ তোমার মুহে আর কিছু বাজে না। এখন থোওত হের কতা। পেট ভইরা খাও। আইজভি তোমার লেইগা আমি নিজ

Scanned By: Sisir Suvro

হাতে পরঠা বানাইছি। কাইল রাইতে ভাবীর ভাইর লেইগা কোরমা বানাইছিল হেরথন তোমার লাইগা কাইল রাইতেই উঠাইয়া রাখছিলাম।

মিয়াচান ঃ খাওনের আগেই হালায় মুখ দিয়া পানি আইয়া গেছে। আছা কুলসুম, মেরে জান কি টুকরা, কও দেহি তুমি আমারে কতখানি ভালবাছ?

কুলসুম ঃ যাও, জানি না।

মিয়াচান ঃ না, হালায় কওন লাগব।

কুলসুম ঃ না আমার ছরম করে। তুমি বুজি বোজ না?

মিয়াচান ঃ তোমার মহব্বত আমারে পাগল কইরা হালাইছে। তরে যদি না পাই তে হালায় আমি আমার জান দিয়া দিমু।

কুলসুম ঃ (মিয়াচানের মুখে হাত দিয়া) অমন কতা কইওনা, তুমি বাজানের কাছে কও না?

মিয়াচান ঃ বাপরে, বেপারীর কাছে যামু আমি, হালায় মাইর খাওনের লেইগা? সোনা ভাইরে লইয়া আইজ মৌলভীছসাবের কাছে যামু। পেরেস্তাবটা (প্রস্তাব) মৌলভী ছাবের জবানীতেই দিবার চাই। সোনা ভাই কইছে যে মলভী ছাব কইলে বেপারী রাজী অইবার পারে।

কুলসুম ঃ হ এটাভি বালা বুদ্ধি। সোনা ভাইরে তুমি সব কইছ? আমি আর অহন সোনাভাইর ছামনে যাইবার পারমু না। কিন্তুক এউগা কতা কইয়া রাখি যদি বাবজান রাজী না অহে তে আমার চোখ যে দিকে যায় হেই দিকেই চইলা যামু।

মিয়াচান ঃ আমারে নিবা না। একলাই যাইবার চাও? আমি কি তোমাগ এহানে থাইকা আঙ্গুল চুছমু নি?

কুলসুম ঃ তোমারে ফালাইয়া যাইবার পারি?

মিয়াচান ঃ হাচাই (সত্যিই) যাইবা? কছম লাগে? আমি তোমার লেইগা কোরবান অইয়া যামু। হায় মেরে কলিজা কা টুকরা–তুমি আমার নুরজাহান, আমার বধুবালা, আমার সুলচনা, আমার লাইলী, আমার সব। মগার ওরাভি তোমার নজদিগ আইবার পারব না। আর বাদ বাকীত তোমার বান্দির সামিল। এক

Scanned By: Sisir Suvro

জারাছা কাছে আহ না? এউগা চুমা খাই?

কুলসুম : দুর বেহায়া, বেসরম। ছবর ছয় না? বিয়ার আগে ছুইবার ভি দিমু না। (মিয়াচান এগিয়ে আসে) এই করকি, করকি? কেউ দেইখ্যা ফালাইব। (এই বলে সরে দাড়ায়)

মিয়াচান : তুমি থাহ আন্দর মহলে আর এই দিকে আমি হালায় হাবিয়া দোজখের আগুনে জ্বইলা পুইরা মরতাছি। তোমারে ছাড়া আমার জীবনের হগগল ছুখ শান্তি, হালায় গাছের হুকনা (শুকনা) পাতার লাহান উইরা যাইবার লাগাইছে। তুমি আমার বুকে জাড়া কান পাইতা দেহ, হুনবা খালি— হায় কুলসুম হায় কুলসুম।

কুলসুম : তুমি ভি পাগলা মাইছের লাহান কি কও।

মিয়াচান : হ আমি তোমারে ছাড়া পাগলই অইয়া যামু।

কুলসুম : আমি যাই। আবার আম্মাজান চিল্লা চিল্লি লাগাইবনে (এই বলে খালি বাসন পেয়ালা লইয়া চইলা যায়)

মিয়াচান : হায় মেরে জান। তুমনে মুঝে যাদু কিয়া। মুঝে দিওয়ানা বানাদিয়া। (কয়েকদিন পরে মৌলভী ছাব প্রস্তাব দেওয়াতে) করম বেপারী বলে আচ্ছা মৌলভী সাব আপনে আমাগ লগে আইজ কেতনা ছাল (বৎসর) চলমেল করবার লাগাইছেন।

মৌলভী : তা প্রায় ১০/১৫ বৎসরত হইবই।

করম আলী : আমাগ খান্দান, চাল চলন আউর খেছালত আপনে জানেন। মামদার পো মিয়াচান, কাফন চোরকি আওলাদ (ছেলে) আর তার লগে হারাম খোর কা নাতী সোনা মিয়াভি জোটছে। হালার পো হালা নীম গারওয়ানের ফরছন্দরা আমারমাইয়ার লেইগা বিয়ার পয়গাম লইয়া আপনের কাছে আইল কোন ছাহছে (সাহসে)। আর আপনে ভি কিছু কইলেন না হালার পো হালাগো? আর হেই কতা আপনে আমার কাছে পেশ করলেন কোন আক্কেলে?

মৌলভী : বেপারী সাব। আপনের খান্দানের কতা কে না জানে এই মহল্লার মধ্যে? মগার আপনের যখন মাইয়া আছে আর এই দুনিয়ায় যখন ছেলেও আছে, তখন সাদির পয়গাম যে কোন যায়গা থেকে আসতে পারে। তাতে রাগ করার কি আছে।

Scanned By: Sisir Suvro

বিয়া দেয়া না দেয়া সেত আপনের মর্জি। তবে হে আমি তাদের বলেছি যে আমার মনে হয় বেপারী সাব এই প্রস্তাবে রাজী হবে না।

করম বেপারী ঃ তহন কি কইল? না চুপ মাইরা গেল? ঐ হালারাভি আমার গোস্বার খবর জানে। আমার গোস্বার চোটে হালার আগুনের হলকাভি বুইতা (নিভে) যায়। আমার হালার নওকর অইয়া আমার মাইয়া বিয়া করতে চায়?

মৌলভী ঃ না, মিয়াচান বলল যে আইজনা করমালী বেপারী বেপারী কালায়। কাইল হে কি আছিল? আগেত আমাগো লাহানই গাড়ীর কাম করত। আমরা ভি কম কোনহান দিয়া? আমরা গরীব হইবার পারি মগার আমাগোভি একটা ছরাফত (সরাফত) আছে। তবে হ্যা মিয়াচান ছেলেটাকে দেখতে কিন্তু ভদ্র লোকের ছেলের মতই দেখা যায়। কি বলেন?

করম আলী ঃ রাখেন আপনের ভদ্দলোকের ছাওয়াল? ঐ হালায় আপনের সামনে ঐ কতাগুলি কইল? হালার বান্দির বাচ্চা, জানওয়ারের ফরজন্দ আর কুত্তাকা দুম (লেজ)। হামার নওকার হোনেকা বাঅজুদভি এতনা বাড়া হিম্মত? হাম ছালাকো আভি ঘরছে নিকাল দেগা, দেইখা লইয়েন। আরে খুদ কুরানী কা ছওয়াল আমার গুষ্টির ছামিল আইবার চায়? ছাহস কত? দেহাইতাছি, হালারে আইজ থনই নকরী খতম কইরা দিলাম। আমার বাড়ীর দানা পানি ঐ হালার লেইগা হারাম। আমার বাড়ীর ছিমানার মধ্যে পাইলে হালার আড্ডি পাছলি ভাইঙ্গা দিমুনা? হালার পাছার চামরা খুইল্যা ডুগডুগী বানায়া আমার ঘোড়ার গলায় ঝুলাইয়াদিমু। হালার পু হালা আমারে কি মনে করছে? মহল্লার সরদার ভিত আমার লগে তুমিজ কইরা কতা কয়।

এর পরে দেখা যায় যে মিয়াচান আর কুলসুম নাই। দুজনা আলামত বুঝে কেটে পরে এবং ঢাকার বাইরে চলে যায়। বেপারীর অবস্থা একদম কাহিল। যতই চোট পাট করুক একমাত্র মেয়ের জন্য বেপারী একদম দিশেহারা হয়ে পরেছে এবং সোনা মিয়াকে ডেকে বলেঃ-

করম আলী ঃ আছো, সোনা মিয়া, হাচাই জাননা ওরা কোন হানে গেছে?

Scanned By: Sisir Suvro

সোনামিয়া ঃ না বেপারী ছাব— ইমানে, আল্লাহর কছম কইরা কইবার পারি ঐ মৌলভী ছাবের কাছে যাওন ছাড়া আমি কিছুই জানি না। মৌলভী ছাবের কাছে ভি যাইতাম না। ছেড়ার কান্দনের চোটে গেলাম। বাছ এই তক।

বেপারী ঃ আচ্ছা সোনা মিয়া তোমারে হালায় আমি আমার নিজের ফরজন্দের মত মনে করি আর তুমি আমারে জারাছা অবাস দিলা না। আমার ইজ্জতের উপরে এত্তারাড়া একঠু হামলা অইল। আমি তোগ লগে কি কছুর করলাম, কইবার পার? আমার বুক ফাইটা জাইবার লাগাইছে। তোমারা হগগলে মিল্যা আমারে মাইরা ফালাও।

সোনামিয়া ঃ হোন বেপারী আল্লার কসম কইরা কইবার পারি, হালার পো মিয়াচান যে আখের (শেষ) তক এতবড় একটা বিশ্বাছগাতকের কাম করবো হেইটা হালার বুঝবার পারি নাই। আমি মৌলভী ছাবের কাছে হাচা মন লইয়াই গেছিলাম। ঐ হালার মধ্যে যে জিলাবির প্যাচ আর এত্তাবড়া পাপ থা জানলে কি হালায় আমি অর লগে যাই? এউগা হাচা কতা কুম বেপারী?

বেপারী ঃ কও না কি কইবার চাও? এহনত তোমাগোই কওনের দিন। এহন ত বাঘ হালায় ফান্দার মধ্যে পইরা বিল্লি অইয়া গেছে।

সোনামিয়া ঃ না বেপারী এহছান (এইরকম) কোই বাত নেহি। আমি কইবার চাই যে তোমার মাইয়াভিত হালায় জুইতের না। মিয়াচান হারামী আছে বিলকুল ঠিক মগার তোমার মাইয়া ভিত অর লগেই পেরেম (প্রেম) করতে গেছিল। আছল প্যাচটাত হালার ঐ পেরেমের মধ্যে বুঝবার পারছ বেপারী? এমন পেরেম পীরিত জমাইছিল যা হালার লাইলী মজনুভি পারে নাই। যৈবন (যৌবন) কুড় কুড়াইলে হালার বাপ মা ভি কোন কামে লাগে না, পর অইয়া যায়। তে আমরা ঠেকামু কেমুন কইরা হালায়।

Scanned By: Sisir Suvro

বেপারী ঃ দেইখ সোনা মিয়া–আমার কইলজার মধ্যেখানে যে দুখ দিতাছে না, অগ ভি ভালা অইব না। মাথার উপড়ে আল্লাহ আছে না। আমার এমন পেয়ারের মাইয়া আমারে এইছান দাগা দিয়া গেল। ভাববার পারতাছিনা হালায়। আমি হালায় বরদোয়া দিমু।

সোনামিয়া ঃ দুর বেপারী, বাপ অইয়া মাইয়ারে বরদোয়া দিও না। হ এইটা ঠিক যে বুড়া বয়সে তোমার এউগা কঠিন দাগা দিছে। মিয়া চান না লায়েক জরুর মগার আসল বেইমানিটা করল তোমার পেয়ারের মাইয়া আর এর আসল মাজেজা অইল ঐ যোয়ানী পেরেম। তুমি হালায় বুইজাও বুঝিবার চাওনা। আমার বুদ্ধি যদি হোন তে এক কাম কর।

বেপারী ঃ আমারে কি করবার কও? (এই সময় মৌলভী সাহেব ও এসে যায়)

সোনামিয়া ঃ তুমি হালার ঐ নাবালগ না লায়েক, দুই টারেই মাপ কইরা দেও। দাতা মহসীনভি তোমার কাছে ছরম পাইয়া যাইব। মাইয়া তোমার জানের টুকরা আর ঐ হালার মিয়া চান ভি তোমারই। আর ছেড়াভি দেখতে ছুনতে বি খবছুরত আছে। যার লেইগা তোমার মাইয়া ভি লায় লোট অইয়া গেছে। ঐ ছেড়ারে বালা পোছাক (পোশাখ) পরাইলে হালায় জমিদারের বাচ্চার লাহান লাগব। তোমাগ খান্দানের পোলা না এইডা কেউ কইবার পারব না।

মৌলভী ঃ কথাটা সোনা মিয়া খারাপ বলে নাই। আভি ভি বেপারী আপনেরে ঐ কথাই বলতে চাই।

বেপারী ঃ ফান্দে পইরা বগা কান্দেরে। আমারে হালায় ফান্দে হালাইয়া তোমরা ভি তামছা (তামাসা) দেখবার লাগাইছ।

সোনামিয়া ঃ বেপারী এইটা কি কইলা বেপারী, তুমি হালায় বাঘের বাচ্চা, তুমি বগা (বক) অইবা ক্যা। আর এউগা কিমতি (দামী) কতা কই। ঐ ছেড়ার লগে বিয়া দিলে ছেড়ারে ঘর জামাই পাইবা। মাইয়া ভি তোমার চোখর বাইরে যাইব না, আর মোফতে

Scanned By: Sisir Suvro

(বিনা পয়সায়) ছেড়ারাভি পাইয়া গেলা। হিসাব কইরা দেহ বেপারী তোমার লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

বেপারী ঃ তগ কথা মতই দিলাম মাপ কইরা; মগার আমার মাইয়া কোন হানে? হেইডা কও।

মৌলভী সাব ঃ শোকর আলহামদুলিল্লাহ, তা সোনা মিয়া ইচ্ছা করলে কালই হাজির কইরা দিবার পারে।

বেপারী ঃ অ হালার মলভী, তুমি ভি হালার আছো তলে তলে। এখন বুঝবার পারতাছি।

মৌলভী ঃ আস্তাগ ফেরুল্যা। কি যে কন বেপারী সাব। আমার ব্যাপারটা বিলকুল আলাদা। আমি কুলসুম আর মিয়া চানের মনের অবস্থা দেখে আমার একটা কথাই মনে হল যে "মানুষের মন ভাঙ্গা আর মসজিদ ভাঙ্গা একই কথা"।

সোনামিয়া ঃ হায় হায় মৌলভী সাব, হালায় লাখ কতার এক কতা কইছেন। এইবার বুঝবার পারছ বেপারী-এর মধ্যে হালায় আল্লাহর ভি হাত আছে। আমরা ত হালার কি জানি কয়, হালায় মনে পরছে-নিমিত্ত মানে উছিলা। আমাগো দোছ দিয়া ফায়দা নাই।

বেপারী ঃ -হ ঠিকই কইছস লাগতাছে। কইছস যহন মাপ কইরা - দিলাম। অহন আন ধইরা হালার পো হালাগো। আমি হালায় এই বারই অজ করতে যামুগা।

মৌলভী ঃ শোকর আলহামদুলিল্যা।

সোনামিয়া ঃ হালার আমাগ বেপারীরজুরী নাই। কেয়া বাত। বেপারী এই বারই যাও। জেন্দেগীভর যত পাপ করছিলা, সব হালায় অজে (হজ)গিয়া ধুইয়া আহ।

ওরা ঢাকার বাইরে যায় নাই। সোনামিয়ার বাড়ীতেই ঘাপটি মেরে ছিল। পরের দিন সকালেই সোনামিয়া ওদের হাজির করে বেপারীর কাছে।

Scanned By: Sisir Suvro

সোনামিয়া ঃ এই যে বেপারী তোমার পেয়ারের মাইয়া কুলসুম আর দামাদ (জামাই) মিয়া চান।

মেয়ে ছুটে গিয়ে বাপের পা ধরে কদমবুছী করে এবং বেপারী মেয়েকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর বলে ঃ এই কয়দিনে তুই আমার জান নিকলাইয়া (বেড় করে) ফালাইছস। কুলসুম তর মনে এই আছিল।

কুলসুম ঃ আমারে মাপ কইরা দেও বাপজান।

মিয়াচান ঃ আমারে ভিমাপ কইরা দিয়া আপনের পায়ে জারাছা যায়গা কইরা দেন। আপনে আমার বাপ।

সোনামিয়া ঃ হেই লগে আমারেভিমাপ কইরা দেও বেপারী।

বেপারী ঃ মাপ না কইরা যামু কই। যাও, হালারপো মিয়া চান, এহনত ভিছা (ভিসা) পাইয়া গেছ। মাইয়াডারে লইয়া ভিতরে যাও। গিয়া ছাশুরীরে জোড়ে ছালাম কর, আর হের কাছে ভি-মাপ চাইয়া লও। কয় রাইত হে ও ঘুমাইবার পারে নাই। যাও হালায়।

(মিয়াচান কুলসুম ভিতরে চলে যায়)

বেপারী ঃ সোনা মিয়া তোমার কামেত আর মিয়া চানরে দিবার পারি না। তুমি কারে লইয়া কাম করবা।

সোনামিয়া ঃ হ, জামাইর একটা মান সম্মান আছে না? তুমি ভাইব না রেপারী, নিমুনে এক হালারে ঠিক কইরা। তুমি হালার বিয়ার যোগার কইরা হালাও। এইটাইত তোমার শেষ কাম। কিপটামি (কৃপনতা) ছাইরা এইবার একটু হাত ঝাড়া দিয়া খরচা কর। মহল্ল্যার মাইছেরে দেহাইয়া দেও যে তুমি ভি কারো থাইক্যা ছোট না, তোমার ভি একটা খান্দান আছে।

বেপারী ঃ ঠিক কইছ। চল, এহনই বিয়ার যোগারে লাইগা যাই। এর পরে- বিবাহ উৎসব বিবাহ ও খানা পিনা। এবং এখানেই কুলসুম মিয়াচান সমাচারের -

- ঃ যবনিকা ঃ-

Scanned By: Sisir Suvro